তাবলীগ - ৯

মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে

আলিমদের দ্বিমত কেন?

সংকলন

বেফাকু উলামায়িল হিন্দ

[তাবলীগে জড়িত ভারতীয় আলেমদের একটি জামাত]

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে

আলেমদের দ্বিমত কেন?

[তাবলীগ সিরিজের নবম প্রকাশনা]

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

তাবলীগ : ৯

মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে

আলেমদের দ্বিমত কেন?

রচনা

বেফাকু উলামায়িল হিন্দ

[এটি ভারতীয় আলেমদের একটি জামাত, যার অধিকাংশ সাথী তাবলীগে সময় দিয়েছেন এবং মেহনতের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তারা মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সঙ্গে কেন দ্বিমত পোষণ করেন, সে কথা এ পুস্তিকায় তুলে ধরেছেন।]

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আযহার

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৮ ঈ.
রজব ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী, কালার ক্রিয়েশন
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মূল্য : ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

MAOLANA SAD SAHHEBER SHONGE ALIMDER DIMOT KENO?
Published by : Maktabatul Azhar, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 80.00 US $ 10.00 only.

সূচি

ভূমিকা : ৯

মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে
দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বশেষ অবস্থান : ১৩

দারুল উলূম মেওয়াতের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল,
হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের আমিরে শরিয়ত
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক আটারভি সাহেবের
গুরুত্বপূর্ণ চিঠি : ১৬

মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে মুরুব্বিদের
মতানৈক্যের মৌলিক কিছু কারণ : ২০

মাওলানা সাদ সাহেবের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত
কিছু বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা : ২২

রুজু করার পর সম্প্রতি প্রদত্ত
কিছু বিভ্রান্তিমূলক বয়ান : ৫২

বেফাকু উলামায়িল হিন্দ

দিল্লি	মদিনা মসজিদ, নয়াদিল্লি
ইউপি	* মাদরাসায়ে মাযাহিরুল উলূম, বেকনগঞ্জ, কানপুর, উত্তর প্রদেশ * মসজিদে চাঁদ ডোরা কলোনি, কল্যাণপুরি, নয়ডা, উত্তর প্রদেশ * মসজিদে দারুস সালাম, মহল্লায়ে চৌপাল, মিরাঠ, উত্তর প্রদেশ
কর্নাটক	৪৩ ভেংকাটাপ্পা রোড, টাস্কির টাউন, ব্যাঙ্গালুরু
মেওয়াত, হরিয়ানা	গ্রাম : মহু থানা : ফিরোজিপুর ঝিরকা জেলা : মেওয়াত হরিয়ানা- ১২২১০৪
তেলেঙ্গা	৯-৪-৬১/১১১, মেরাজ কলোনি, তোলিচোখি, নিউ হাকিম পেট, হায়দারাবাদ- ৫০০ ০০৮
মহারাষ্ট্র	* সর্ভদাই সাগর, ব্লগ- ৭, ফ্ল্যাট- ৪০৪ পাত্রিপুল কল্যাণের পাশে (দক্ষিণ) ৪২১৩০ * বেকার্স সেন্টার, নেকি বাজিপুরা, আওরঙ্গাবাদ
কাশ্মির	মসজিদ উর রশিদ, বারাহমুল্লা, কাশ্মির- ১৯৩ ১০৩
বিহার	মাদরাসায়ে তাহফিযুল কুরআন, রাজাবাজার, পাটনা, বিহার- ৮০০০১৪
তামিলনাড়ু	১৫ নবাব সি.আ.হাকিম স্ট্রেট, মেলভিশারাম, ভিলোর- ৬৩২ ৫০৯

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাগুলো বিগত প্রায় বিশ বছর ধরে তার বিভিন্ন বয়ানে উঠে আসছিল। তার আসাতিযায়ে কেরাম, উলামায়ে দ্বীন ও তাবলীগের পুরনো সাথীরা তাদের ঘরোয়া বৈঠকগুলোতে (লিখিত ও মৌখিক- উভয় ভাবেই) সেই বিষয়গুলোর দিকে বারবার এ কথা বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, 'আপনার এ কথাগুলো মহান পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত এবং দাওয়াতের এই মেহনতের মতাদর্শের পরিপন্থী। এগুলো পরিহার করা উচিত।'

কিন্তু তিনি নিজের জিদের ওপর পড়ে থাকেন। এভাবে সমস্যাটি ক্রমশ জটিল হতে থাকে। অব্যাহতভাবে তিনি তার বিভিন্ন বয়ানের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম ও মহান আকাবিরের বিপরীতে কুরআন কারিমের আয়াতের তাফসির, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ব্যাখ্যা, সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর বিভিন্ন ঘটনা থেকে নিজস্ব পন্থায় দলিল উদ্ভাবন করতে থাকেন এবং মুজতাহিদসুলভ অবস্থান গ্রহণ করে একের পর এক সীমা অতিক্রম করে চলেন।

তার সংশোধনের বিষয়টি যখন হতাশায় রূপ নেয়, তার অনড় অবস্থানের কারণে সবাই নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তার বক্তব্যগুলোর ব্যাপারে চুপ থাকাটা যখন 'মুদাহানাত ফিদ-দ্বীন' তথা দ্বীনি ব্যাপারে চাটুকারিতার নামান্তর হয়ে পড়ে তখন নিরুপায় হয়ে সেই উলামায়ে কেরাম ও মেহনতের

পুরনো সাথীগণ নিযামুদ্দিন মারকায থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম সাহেবের চিঠি)।

দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামও বিভিন্ন বৈঠকে নিযামুদ্দিনের সাথীদেরকে বুঝিয়েছেন যে, তার ইজতিহাদি বয়ানগুলোর কারণে উম্মতের মাঝে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ছে। সাধারণ জনগণের মাঝে গুমরাহি স্থানান্তর হওয়ার আশঙ্কা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। কাজেই এ জাতীয় কথা তার পরিহার করা উচিত। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব তা আমলে না নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। ভুপাল, টঙ্গি ও রায়ভেন্ডে লাখো মানুষের সামনে এবং নিয়মিত নিযামুদ্দিনে এ জাতীয় বয়ান চালিয়ে যান। শুধু সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনাই নয়; এ জাতীয় অজস্র বিভ্রান্তিকর বয়ানের একটি বড়-সড় তালিকা রয়েছে, যা তিনি বিভিন্ন বয়ানে ইতোপূর্বে বলেছেন এবং এখনো বলে চলেছেন। যখনই তিনি তার বয়ানের মাঝে কোনো দাবি-জাতীয় কথা বলেন অথবা বলেন, 'মেরে নযদিক'–'আমার মতে' তখনই দেখা যায়, তিনি পরবর্তী বাক্যে এমন কোনো কথা বলছেন, যা জমহুর উম্মাহ ও পূর্বসূরী আলেমদের কথা থেকে ভিন্ন বা সাংঘর্ষিক। তার সেই বয়ানগুলোর অডিও আমাদের হাতে আছে। তিনি জমহুর উম্মাহ ও পূর্বসূরীদের আদর্শ ও চেতনার বিপরীতে যেই বয়ানগুলো দিয়েছেন, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা এই পুস্তিকায় ধারাক্রম অনুসারে পেশ করা হবে।

তিনি যদি তার গুটিকয়েক বক্তব্য থেকে রুজু করেন, তাহলে এতে সমস্যার সমাধান হবে না। তাকে অবশ্যই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। এ কারণেই দারুল উলূম দেওবন্দ ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে

ঘোষিত 'জরুরি ওয়াদাহতনামাহ' এর মাঝে প্রচণ্ড অসন্তোষ ব্যক্ত করে। লিখেছে,

"মাওলানার এই মূলচ্যুত ইজতিহাদপনা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, খোদা না খাস্তা তিনি এমন একটি নতুন সংগঠন তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন, যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ; বিশেষত আমাদের আকাবির রহ.-এর মতাদর্শ থেকে ভিন্ন হবে।"

বিগত কয়েক বছর যাবত ভারতের উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন সময় দারুল উলূম দেওবন্দ বরাবর ফতোয়া চেয়ে আবেদন পাঠিয়েছেন এবং এ মাসআলার প্রতি দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড থেকেও মাওলানা সাদ সাহেবের কথাগুলো ভুল সাব্যস্ত করে ফতোয়া এসেছে।

যেহেত তিনি এ বয়ানগুলো নিযামুদ্দিন মারকাযে প্রদান করে থাকেন এজন্যে উলামায়ে কেরাম নিযামুদ্দিনে যাওয়া থেকে বারণ করেন। যারা এ প্রোপাগান্ডা করে বেড়ায় যে, দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার পর এই মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দিয়ে দিয়েছে, তাদের কথা সঠিক নয়। সামষ্টিকভাবে এ মাসআলাটি সর্বপ্রথম বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম উপলব্ধি করেন এবং তারাই বিষয়টি সবার সামনে উপস্থাপন করেন। তারাই দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের কাছে ফতোয়া প্রার্থনা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে দারুল উলূম দেওবন্দ ফতোয়া প্রদান করে। হিন্দুস্তানের হাজার হাজার সম্মানিত ও শীর্ষস্থানীয় আলেম ও স্বনামধন্য মাদরাসা দারুল উলূম দেওবন্দের সেই ফতোয়ার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

মাওলানা সাদ সাহেবের মূল সমস্যা হলো, তার ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভ্রান্ত মানসিকতা। তিনি প্রথমে একটি

দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করেন। এরপর সেই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে কুরআন কারিমের তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা ও সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে দলিল উদ্ভাবন করেন। অথচ আমাদের সবার করণীয় হলো, আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ব।...

তিনি সবসময় কুরআনের তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গড়ে নিতে চান; অথচ আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কুরআনের তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যার আলোকে গড়ে তুলব।...

মাওলানা সাদ সাহেবের এই বিষয়গুলো সবাইকে পীড়া দিচ্ছে। যদি এখনই তার লাগাম টেনে ধরা না হয় তাহলে আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি তাবলীগের এই মেহনতকে ভুল পথে নিয়ে যাবেন। বিষয়টি নিয়ে উলামায়ে কেরাম ও এ যুর্গের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ভীষণ চিন্তিত। কাজেই এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা, উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করা এবং এ জাতীয় বয়ান বন্ধ করা খুবই প্রয়োজন। কারণ, এর সঙ্গে গোটা বিশ্বের সমস্যা জড়িত।

এ কারণেই বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আমরা টঙ্গির ইজতিমায় মাওলানা সাদ সাহেবকে এ জাতীয় কথা পুনরায় আলোচনা করার এবং আমাদের জনগণকে তার গুমরাহ কথাগুলো শুনে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ দেব না। সেমতে তারা সবাই মিলে শক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সরকারকে অবহিত করে অনুরোধ করেন যে, মাওলানা সাদ সাহেবকে টঙ্গি ইজতিমায় আসতে না দেওয়া হোক। এতদসত্ত্বেও গতবছর তিনি ইজতিমায় চলে আসেন।

এ বছর পুনরায় বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম সারা দেশের আলেমদের একত্র করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সরকারকে জানিয়ে দেন যে, তাকে

বাংলাদেশে আসতে না দেওয়া হোক। এত কিছুর পরও তিনি যখন পুনরায় টঙ্গি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে হাজির হন তখন উলামায়ে কেরাম জোরালোভাবে এর প্রতিবাদ করেন। সরকার তখন বাধ্য হয়ে তাকে কাকরাইল মসজিদে অবরুদ্ধ করে রাখে। ইজতিমায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

আমির নির্বাচন করাটা এ মুহূর্তে তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরীণ বা ঘরোয়া সমস্যা নয়; এটি বরং এখন একটি শরঈ মাসআলা হয়ে গেছে। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন উঠেছে যে, এই বিশাল মেহনত ও কোটি-কোটি মানুষের নেতৃত্বের বাগডোর কি এমন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া উচিত হবে, যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গি ও মহান পূর্বসূরি আলেমদের চিন্তাধারার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পোষণ করেন। যিনি নতুন নতুন কথা তুলে গোটা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

যেহেতু তিনি এ কথাগুলো প্রতিদিন নিযামুদ্দিন থেকে প্রচার করছেন এবং নিযামুদ্দিনে আগত লোকদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করার সিলসিলাও শুরু করে দিয়েছেন, কাজেই সাধারণ জনগণকে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা ও তাদের চিন্তাধারা শরিয়তসম্মত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে নিযামুদ্দিনে যেতে বারণ করা খুবই প্রয়োজন। যেন, সেই ভুল কথাগুলো উম্মতের মাঝে না ছড়ায়।

ভুপাল, রায়ভেন্ড ও টঙ্গির ইজতিমাগুলোতে সারা পৃথিবীর শত শত জামাত অংশগ্রহণ করে থাকে। কাজেই কোনো ব্যক্তিকে এ সুযোগ দেওয়া যাবে না যে, সে এই ইজতিমাগুলোকে মাধ্যম বানিয়ে তার ভুল চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবে। বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের এই সাহসী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর উলামায়ে কেরামের

জন্যে অনুসরণযোগ্য। কাজেই আমাদের ভারতীয় আলেমদের ওপর এ মুহূর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চলে এসেছে যে, আমাদের সবাইকে একত্র হয়ে এই সমস্যার সমাধান বের করতে হবে এবং তার বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরো উম্মতকে রক্ষা করতে হবে। এখন আর এ বিষয়ে চুপ থাকা ও এড়িয়ে যাওয়ার সময় নেই। এখন প্রয়োজন, সবার সম্মিলিত উদ্যোগ।

মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের

সর্বশেষ অবস্থান

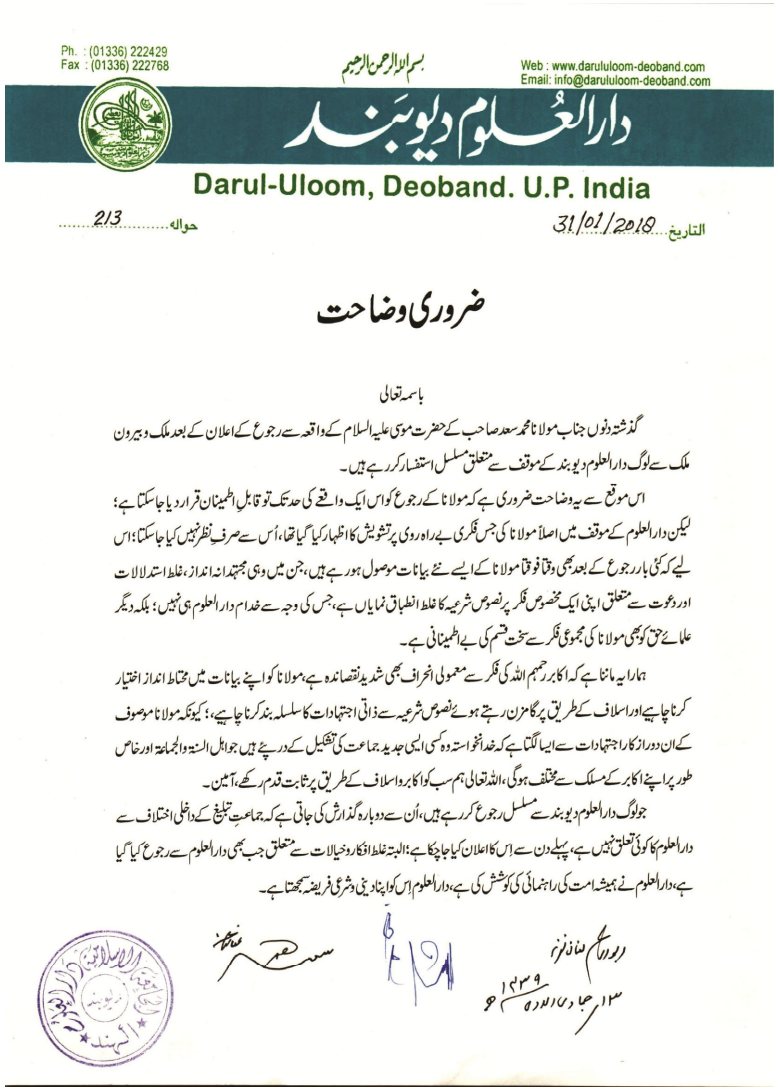

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

دار العلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ 213 — التاریخ 31/01/2018

ضروری وضاحت

باسمہ تعالی

گذشتہ دنوں جناب مولانا محمد سعد صاحب کے حضرت موسی علیہ السلام کے واقعہ سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دار العلوم دیوبند کے موقف سے متعلق مسلسل استفسار کر رہے ہیں۔

اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابلِ اطمینان قرار دیا جاسکتا ہے؛ لیکن دار العلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اُس سے صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا؛ اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں، جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دار العلوم ہی نہیں؛ بلکہ دیگر علمائے حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔

ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصاندہ ہے، مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے؛ کیونکہ مولانا موصوف کے ان دوراز کار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدانخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپئے ہیں جو اہل السنۃ والجماعۃ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اکابر واسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔

جو لوگ دار العلوم دیوبند سے مسلسل رجوع کر رہے ہیں، اُن سے دوبارہ گذارش کی جاتی ہے کہ جماعتِ تبلیغ کے داخلی اختلاف سے دار العلوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے دن سے اِس کا اعلان کیا جاچکا ہے؛ البتہ غلط افکار وخیالات سے متعلق جب بھی دار العلوم سے رجوع کیا گیا ہے، دار العلوم نے ہمیشہ امت کی راہنمائی کی کوشش کی ہے، دار العلوم اِس کو اپنا دینی وشرعی فریضہ سمجھتا ہے۔

তারিখ : ৩১ জানুয়ারি ২০১৮

মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের

সর্বশেষ অবস্থান

বিসমিহি তাআলা

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের রুজু ঘোষণার পর থেকে দেশ-বিদেশ থেকে অনেকেই বিগত ক'দিন ধরে দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত প্রশ্ন করে চলেছেন।

যার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, শুধু মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার ক্ষেত্রে মাওলানা সাদ সাহেবের রুজু সম্পর্কে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি; কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থানে মাওলানার যেই আদর্শিক গুমরাহির ওপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা এখনো সম্ভব নয়। কারণ, একাধিকবার রুজু করার পরও ক্ষণে-ক্ষণে মাওলানা সাদ সাহেবের মুখ থেকে একের পর এক এমন নিত্য-নতুন শোনা যাচ্ছে, যেখানে সেই আগের মতই একান্তই নিজস্ব ইজতিহাদ, ভুল দলিলবাজি ও দাওয়াতের মেহনত সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার ওপর কুরআন-সুন্নাহর ভুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার কারণে শুধু দারুল উলূম দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কেরামই নন; অন্যান্য হকপন্থী আলেমগণও মাওলানার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মারাত্মক অসন্তুষ্ট।

আমরা মনে করি, আকাবির রহিমাহুমুল্লাহুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামান্য বিচ্যুতিও তীব্র ক্ষতিকর। মাওলানাকে অবশ্যই নিজ বয়ানের মাঝে

সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পূর্বসূরীদের পথের পথিক হয়ে শরিয়তের ভাষ্য থেকে নিজস্ব ইজতিহাদের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে হবে। কেননা মাওলানার এই মূলচ্যুত ইজতিহাদপনা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, খোদা না খাস্তা তিনি এমন একটি নতুন সংগঠন তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন, যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ; বিশেষত আমাদের আকাবির রহ.-এর মতাদর্শ থেকে ভিন্ন হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে আকাবির-আসলাফের পথের ওপর অবিচল রাখুন। আমিন।

যারা দারুল উলূম দেওবন্দের কাছে বারবার শরণাপন্ন হচ্ছেন, তাদেরকে পুনরায় অবহিত করা হচ্ছে যে, তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরীণ মতভেদের সঙ্গে দারুল উলূমের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথম দিন থেকেই আমরা সেই ঘোষণা জানিয়ে আসছি। এতদসত্ত্বেও যখনই কারো ভুল চিন্তাধারা ও মতাদর্শ সম্পর্কে দারুল উলূমকে জিজ্ঞেস করা হবে, দারুল উলূম সবসময় উম্মাহকে পথ দেখানোর চেষ্টা করবে। এ কাজটিকে দারুল উলূম নিজের দ্বীনি শারঈ দায়িত্ব মনে করে।

স্বাক্ষর করেছেন,

*** মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি** [১৩ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরি]
*** মাওলানা আরশাদ মাদানি**
*** মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি**

* দারুল উলূম দেওবন্দের অফিসিয়াল সিলমহর অঙ্কিত রয়েছে।

দারুল উলূম মেওয়াতের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল,
হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের আমিরে শরিয়ত
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক আটারভি সাহেবের

গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

২ নভেম্বর ২০০১ তারিখে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত একটি বয়ানের সূত্র ধরে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক আটারভি হাফিযাহুল্লাহ একটি চিঠি লেখেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব, হযরত মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব ও হযরত মাওলানা ইফতিখারুল হাসান সাহেব হাফিযাহুমুল্লাহদের বরাবরে। সেই চিঠিতে তিনি তিনটি বিষয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই বিষয়গুলোর ওপর তাঁর গভীর বেদনা ও আফসোস প্রকাশ করেন।

তিনি তাঁর সেই চিঠিটি তাঁর লেখা 'ইয়াদে আইয়্যাম' গ্রন্থের ২৩৪ নম্বর পৃষ্ঠায় যুক্ত করেছেন।

ওই চিঠির মাঝে তিনি লিখেছিলেন,

> 'হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. একবার বলেছিলেন, "আমাদের এই মেহনত কোনো শক্তি ধ্বংস করতে পারবে না। কখনো যদি ধ্বংস হয় তাহলে আপন লোকদের কারণেই নষ্ট হবে। মহান আল্লাহ এমন দিন না আনুক।"
>
> আপনি আপনার মহান পূর্বসূরিদের স্থলাভিষিক্ত। আপনাকে দেখলে তাদের কথা মনে পড়ে। আপনি তাদের কর্মপন্থার আমানতদার ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে উলামায়ে কেরাম, সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে। তারা আপনার প্রতিটি নড়াচড়া, পদক্ষেপ, স্থিরতা, কথা ও আচরণে আকাবির

রহিমাহুমুল্লাহর প্রতিফলন ও প্রতিচ্ছবি অনুসন্ধান করে। দাওয়াতের লোকজন আপনার একেকটি কথাকে তাদের কলমে, তাদের বুকে ধারণ ও লালন করে এবং সেগুলোকে দাওয়াতের উসূল মনে করে।

১. সেই বয়ানের মাঝে আপনি বলেছেন,

غیروں کی دعوت اسلامی کی ہے اور اپنوں کی دعوت ایمان کی ہے

'অমুসলিমদের দাওয়াত ইসলামের দাওয়াত। আর মুসলিমদের দাওয়াত ঈমানের দাওয়াত।' [কালিমা কি দাওয়াত, পৃষ্ঠা- ১৮]

অথচ অন্তরের আনগত্য "ঈমান" বহিরাঙ্গের আনুগত্য "ইসলাম" এর জন্যে শর্ত। আর শর্ত আগে আসে। যার জন্যে শর্ত, সেটা পরে আসে।

আপনি এ কথাও বলেছেন, "এখন এ কথার মেহনত জরুরি যে, যেই ঈমানদারদের ঈমান গ্রহণের আদেশ করা হয়েছিল, يا أيها الذين آمنوا হে ঈমানদারগণ, ঈমান আনো। কেমন ঈমান? آمنوا كما آمن الناس যে, কিয়ামত পর্যন্ত ঈমান আনয়নকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, তেমন ঈমান আনো যেমন ঈমান এনেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদি.।"

'এ কথা বলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমান আনয়নকারীদেরকে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর মত ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে' এ কথাটি নাউযুবিল্লাহ ইফতিরা আলাল্লাহ বা আল্লাহর ওপর অপবাদ নয় কি? মূল সত্য হলো, آمنوا كما آمن الناس আয়াতের মাঝে আল্লাহ ঈমানদারদের সম্বোধন করেননি; বরং এ আয়াতে স্রেফ মুনাফিকদেরকেই এককভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই এ আয়াতটিকে মুমিনদের জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঈমানের দাওয়াত অভিহিত করা

মারাত্মক বিপদজনক বক্তব্য। দুটি ভিন্ন আয়াতকে একত্র করার কারণেই এই পরিণতি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে শাব্দিক ও অর্থগত- উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তাহরিফ হয়েছে।

২. একই বইয়ের ৬৭ নম্বর পৃষ্ঠায় আপনি লিখেছেন,

اللہ تعالی نے ہمیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میاں! اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، چاہے کسی کو ہدایت دے یا نہ دے، نہیں نہیں! ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور انسان ہی انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے.

"আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষদের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে জমিনে পাঠিয়েছেন; অথচ আমরা বলে বেড়াই, 'মিয়া, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে কাউকে হিদায়াত দেবেন, চাইলে দেবেন না।' না, না! এমনটি কখনই নয়! বরং মনে রাখতে হবে, মানুষই মানুষের হিদায়াতের মাধ্যম। মানুষই মানুষের গুমরাহির মাধ্যম।"

অর্থাৎ হিদায়াত আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। আপনার এ কথা إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي... এর অকাট্য দলিলের পরিপন্থী।

৩. আপনি এ কথাও লিখেছেন,

یہ یقینی بات ہے کہ یہ نبوت والا کام ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو مل گیا ہے، ایک کھوئی ہوئی چیز ان کو مل گئی.

"এটা সুনিশ্চিত যে, এই মেহনত নবুওয়াতওয়ালা মেহনত। যা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. পেয়েছেন। তিনি অনেক দিনের হারানো জিনিস লাভ করেছিলেন।" [পৃষ্ঠা- ৬৭]

এই দাওয়াত ও তাবলীগকে হারানো বিষয় অভিহিত করা এবং মেহনতের প্রচলিত পদ্ধতিকে শতভাগ সাহাবায়ে

কেরামের পদ্ধতি অভিহিত করা অভিব্যক্তির মারাত্মক ভুল। কেননা দাওয়াত একটি সামষ্টিক অর্থবোধক শব্দ। এর অসংখ্য প্রকার ও সুরত রয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সেই বৈচিত্র্যময় সুরতে দাওয়াতের মেহনত প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও পাওয়া যাচ্ছে। ইতিহাসের কোনো যুগ দাওয়াতের আমল থেকে শূন্য ছিল না।

মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে মুরুব্বিদের মতানৈক্যের

মৌলিক কিছু কারণ

নিম্নে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেবের এমন কিছু কথার সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছি, যা তিনি বিভিন্ন স্থানে তাঁর আম বয়ানে বলেছেন এবং সেগুলোর ওপর উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন ও প্রতিবাদ করেছেন এবং পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদেরকে সেগুলো পরিহার করা ও এড়িয়ে চলার জোর তাগিদ করেছেন।

তার সেই কথাগুলোর মধ্য হতে কিছু কথা এমন, যা জমহুর মুফাসসিরিনে কেরামের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিছু কথা জমহুর মুহাদ্দিসিনে কেরামের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিছু কথা জমহুর ফুকাহা, মুজতাহিদিন ও ইজতিহাদের নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিছু কথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদার পরিপন্থী।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, আমরা সামনের পাতাগুলোতে মাওলানা সাদ সাহেবের (বিভিন্ন বয়ানের চয়িত অংশ বা সারাংশ হিসেবে) শুধু সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোই তুলে ধরেছি, যেগুলোতে সামষ্টিকভাবে তিনটি বিষয় পাওয়া গেছে,

১. غلوم في الدين বা দ্বীনি বিষয়ে অতিরঞ্জন করা।

২. কুরআন, হাদিস ও সীরাত থেকে যথেচ্ছা দলিলবাজি ও ইজতিহাদ করা।

৩. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতাদর্শ ও বস্তুনিষ্ঠ আকিদা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে।

এর বাইরে তার এমন আরো অজস্র বক্তব্য রয়েছে যেখানে তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের উসুল লঙ্ঘন করেছেন। সেগুলো অন্যান্য পুস্তিকায় সংকলন করা হয়েছে। সেগুলো পড়ে দেখুন।

অসংখ্যবার সতর্ক করার পর মাওলানা সাদ সাহেব বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে চারবার শুধু এক-দুটি কথা থেকে রুজু করার লিখিত চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেই রুজুনাম লিখিত পাঠানোর পর বা মধ্যবর্তী সময়ে তিনি যেই বয়ানগুলো করেছেন, সেখানেও যথারীতি পূর্বের কথাগুলো পুনরায় উচ্চারণ করেছেন। এর থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, তিনি রুজুর পরও তার পূর্বের আপত্তিকর কথাগুলো বয়ান করে বেড়ানোর অভ্যাস ত্যাগ করেননি। যার ফলশ্রুতিতে তার কাছ থেকে এখন এ আশা করা বোকামি যে, তিনি আগামীতে এ ধরনের কথা পরিহার করবেন। এহেন প্রেক্ষাপটে তার সেই বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করা সময়ের অনিবার্য দাবিতে পরিণত হয়েছে।

মাওলানা সাদ সাহেবের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত কিছু বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা

১.

"دعوت تو صرف صحابہؓ کے طریقۂ جہد کو کہتے ہیں"، "میرے نزدیک اسکے علاوہ کوئی طریقہ دعوت کا نہیں ہے"،

'শুধু সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর মুজাহাদার পদ্ধতিকেই দাওয়াত বলে।' 'আমার মতে, এছাড়া অন্য কোনো তরিকাই দাওয়াতের তরিকা নয়।' *[উদ্ধৃতি- একটি খোলা চিঠি- ১১, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ২৪]*

২.

"اس زمانے کے رواجی طریقے دورِ صحابہؓ میں نہیں تھے کہ موقع آیا تو اخبار میں ایک کالم لکھ دیا، ان رواجی طریقوں سے رواج تو ترقی کرے گا لیکن دین نہیں پھیلے گا"۔

'বর্তমান যুগের রেওয়াজি তরিকাগুলো সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর যুগে ছিল না যে, সুযোগ এলো তো পত্র-পত্রিকায় এক কলাম লিখে দিলাম। এই রেওয়াজি পদ্ধতিগুলোর কারণে রুসুম-রেওয়াজের প্রসার ঘটবে; কিন্তু এর মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার হবে না।' *[সিতাপুর ইজতিমায় প্রদত্ত ভাষণ। উদ্ধৃতি-একটি খোলা চিঠি : ১১]*

৩.

دعوت کیلئے "جو لوگ مروجہ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں ان کے ذہن یہود ونصاری سے متاثر ہیں"۔

দাওয়াতের জন্যে ‘যারা রেওয়াজি পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে তাদের মস্তিষ্ক ইহুদি-খ্রিস্টান প্রভাবিত।*[সিতাপুর ইজতিমায় প্রদত্ত ভাষণ। উদ্ধৃতি-একটি খোলা চিঠি : ১৩]*

৪.

"ہر ایک کو مسجد میں لاکر دین کی بات کرنا ہی سنت ہے، مسجد کے باہر جاکر دین کی دعوت دینا تو خلافِ سنت ہے۔۔۔ مسجد کے باہر غفلت کا ماحول ہے وہاں دین کی بات کرنا دین کی توہین ہے"۔

‘প্রত্যেককে মসজিদে এনে দ্বীনের কথা বলাই সুন্নত। মসজিদের বাইরে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত তো সুন্নতের পরিপন্থী।... মসজিদের বাইরের পরিবেশ গাফলতির পরিবেশ। সেখানে দ্বীনের কথা বলার অর্থ দ্বীনের অবমাননা করা। *[সাদ সাহেবের কাছে আকাবির হযরতের ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে লেখা চিঠি। উদ্ধৃতি, মজমুআয়ে খুতুত]*

৫.

"مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا فرض ہے فرض"۔

‘মসজিদে ঈমানের আসর কায়েম করা ফরয, ফরয।’

৬.

"ہدایت کے ملنے کی جگہ مسجد علاوہ کوئی نہیں"۔

‘মসজিদের বাইরে অন্য কোথাও হিদায়াত পাওয়া যাবে না।’ *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৫]*

৭.

"وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا، ہاں دین کی تعلیم ہوگی دین نہیں ہوگا"۔

‘দ্বীনের ওই সকল শাখা, যেখানে শুধু দ্বীনই পড়ানো হয়, যদি সেগুলোর সম্পর্কও মসজিদের সঙ্গে না থাকে তাহলে আল্লাহর কসম! সেখানেও দ্বীন থাকবে না। সেখানে দ্বীনের পাঠদান থাকবে; কিন্তু দ্বীন থাকবে না।’ *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৫]*

৮.

"دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرو"۔ "اس لئے کہ جو دعوت کے بغیر عبادت میں لگے وہ عبادت میں کیسے ترقی کرے گا؟"۔

‘দাওয়াত ও ইবাদত– দুটোকেই একত্র করো।’ ‘কারণ, যে ব্যক্তি দাওয়াতের আমল না করে শুধু ইবাদতে ব্যস্ত থাকবে সে ইবাদতের মাঝে কীভাবে উন্নতি করবে!’

৯.

"اللہ کے راستہ کی نقل وحرکت توبہ کی تکمیل کے لئے شرط ہے، لوگ تین شرطیں تو یاد رکھے ہوئے ہیں چوتھی شرط بھول گئے، ۹۹ قتل کرنے والے کی ملاقات راہب سے ہوئی اس نے اسکو مایوس کردیا پھر ایک عالم سے ہوئی اسن نے کہا تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو اس نے خروج کیا اللہ کی شان اسی وقت اسکی موت آئی اور دونوں رحمت اور عذاب کے فرشتے اسکی روح لینے آگئے. باآخر اسکی توبہ قبول ہوگئی"۔

‘তাওবা পূর্ণ করা ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই নকল ও হরকত’। মানুষ তাওবার তিনটি শর্তের কথা জানে।... চতুর্থ শর্তের কথা জানে না। ভুলে গেছে। সেটা হলো, খুরুজ (আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া)। ৯৯ জনকে হত্যাকারী খুনী লোকটির একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাকে আশাহত করে। এরপর একজন আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে বলেন, তুমি অমুক বস্তির দিকে খুরুজ করো। লোকটি বের হয়। আল্লাহর কুদরত, তখনই

লোকটি মৃত্যুবরণ করে। তার রূহ কবয করার জন্যে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা- দু'জনই আসে। অবশেষে লোকটির তাওবা কবুল হয়।' *[সিতাপুর ইজতিমায় প্রদত্ত ভাষণ। উদ্ধৃতি-একটি খোলা চিঠি : ২১]*

১০.

"موسی علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت کو چھوڑ کر حق تعالی کی مناجات کے لئے خلوت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے ۵ لاکھ ۸۸ ہزار افراد گمراہ ہو گئے، اصل تو موسی علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تو معاون وشریک تھے، اصل کو رہنا چاہئے تھا"۔

'মুসা আলাইহিস সালাম নিজের কওমের মাঝে দাওয়াতের কাজ ছেড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে নির্জনবাসে চলে গিয়েছিলেন। যার ফলে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়ে যায় (মুরতাদ হয়ে যায়)। ওই সময় প্রধান ছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম। তিনিই মূল যিম্মাদার ছিলেন। হারুন আলাইহিস সালাম তো স্রেফ সহকারী ও সহযোগী ছিলেন। মূল যিম্মাদারের অবস্থান করা দরকার ছিল।' *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া- ১৪]*

১১.

"لوگ پوچھتے ہیں تمہارا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ تم کہو میرا اصلاحی تعلق دعوت سے ہے"، "جو دعوت میں لگ کر بھی اپنی اصلاح کے لئے کسی بزرگ کی صحبت کی ضرورت محسوس کررہا ہے اس نے دعوت کو سمجھا ہی نہیں"۔

'মানুষ জিজ্ঞেস করে, তোমার আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক কার সঙ্গে? তুমি বলে দাও, আমার আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক দাওয়াতের সঙ্গে।' 'যে ব্যক্তি দাওয়াতের মেহনতে যুক্ত থেকেও নিজের আত্মশুদ্ধির জন্যে কোনো বুযুর্গের

সংস্পর্শের প্রয়োজন অনুভব করে সে আসলে দাওয়াতকে বুঝতেই পারেনি।' *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৭]*

১২.

"جو ان چھ نمبروں کو پورا دین نہ سمجھے وہ اپنی ہی دہی کو کھٹا بتانے والا ہے ایسا آدمی کبھی تجارت نہیں کرسکتا"۔

'যে ব্যক্তি এই ছয় নম্বরকে পূর্ণ দ্বীন মনে করে না, সে হলো ওই ব্যবসায়ীর মতো, যে নিজেই নিজের দধিকে টক বলে বেড়ায়। এমন ব্যবসায়ী কখনো সফল হতে পারে না।' *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৭]*

১৩.

"ایسے علماء کی باتوں کا کوئی تاثر نہ لیا جائے اور نہ ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے جن کا عملی طور پر دعوت کے کام سے تعلق نہ ہو"۔

'যেসমস্ত আলেম আমলিভাবে দাওয়াতের মেহনতের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের কথা কখনই আমলে নেবে না এবং তাদের কাছে কোনো মাসআলাও জিজ্ঞেস করবে না।' *[লাহারপুর ইজতিমা। উদ্ধৃতি, খোলা চিঠি-৪৬]*

১৪.

" تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لئے نہیں، دین ہی سیکھنا ہے تو اور بھی بہت سے راستے ہیں، تبلیغ میں نکلنا تو بذاتِ خود مقصود ہے"۔

'তাবলীগে বের হওয়া, এটা দ্বীন শেখার জন্যে নয়। দ্বীন শেখার জন্যে তো আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তাবলীগে বের হওয়া, এটা দ্বীনের একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য।' *১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ ইশা, হায়াতুস সাহাবার তালিম। উদ্ধৃতি- বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৩৬]*

১৫.

" ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالی نبیوں کو کیوں بھیجتا؟"

(نعوذ باللہ من ذلك)۔

'হিদায়াত যদি আল্লাহর হাতেই থেকে থাকে তাহলে তিনি কেন নবীদের প্রেরণ করেছেন!' [নাউযুবিল্লাহ]

১৬.

"معجزہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے"۔

'মুজিযা নবী আলাইহিস সালামের সত্ত্বার সঙ্গে বিশেষায়িত নয়।' এই মুজিযা দাওয়াতের কারণে ঘটে।

১৭.

তিনি নিজেকে বর্তমান সময়ের সমস্ত উম্মাহর এমন আমির (খলিফাতুল মুসলিমিন) মনে করেন, যার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কেউ তার আনুগত্য না করলে তাকে তিনি জাহান্নামি সাব্যস্ত করে থাকেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন,

"خدا کی قسم میں تمہارا امیر ہوں، جو مجھے امیر نہ مانے وہ جہنم میں جائے"۔

'আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের আমির। যে আমাকে আমির বানবে না সে জাহান্নামে যাবে।' *[নিযামদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য : ২৩]*

১৮.

ফুকাহায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনের ওপর তিনি কোনো আস্থাই রাখেন না। এর কয়েকটি উদাহরণ দেখুন,

১৯.

"میرے نزدیک کیمرہ والا موبائیل جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو"۔

'আমার মতে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে রেখে নামায পড়লে নামায হবে না। তোমরা আলেমদের কাছ থেকে যত ইচ্ছা ফতোয়া নাও।' *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৬]*

২০.

"کیمرہ والے موبائیل میں دیکھ کر قرآن کا سننا اور پڑھنا حرام ہے قرآن کی توہین ہے اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا"۔ "جو علماء اسکے جواز کا فتوی دیتے ہیں وہ علمائے سوء ہیں، انکے دل ودماغ یہود ونصاری سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل ہیں "۔ " میرے نزدیک جو عالم اسکے جواز کا فتوی دے اسکا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے" "چاہے اسکو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہوتی ہے"۔

'ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল থেকে দেখে দেখে কুরআন শোনা ও পড়া হারাম। এতে কুরআনের অবমাননা হয়। এর কারণে কোনো সাওয়াব হবে না।' 'যেসমস্ত আলেম তা জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেয় তারা উলামায়ে সু। তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক ইহুদ-নাসারা প্রভাবিত। তারা বিলকুল অজ্ঞ।' 'আমার মতে, যে আলেম তা জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেয় তার অন্তর আল্লাহর বড়ত্ব থেকে শূন্য।' 'চাই তার বুখারি মুখস্থ থাকুক। বুখারি তো অমুসলিমদেরও মুখস্থ থাকে। *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৬]*

২১.

" ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، واجب"، "بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جو اسکو ترک کرے اسکو ترکِ واجب کا گناہ ہوگا"

'কুরআন বুঝে পড়া প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব, ওয়াজিব।' 'না বুঝে কুরআন পড়ার কারণে কোনো ফায়দা হবে না। এমন লোকের ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে।' *[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৭]*

২২.

"موبائل میں قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے پیشاب دانی میں دودھ پینا"

'মোবাইলে কুরআন পড়া আর পেশাবদানিতে দুধ পান করা একই কথা।'

২৩.

তার মতে, 'হানাফি মাযহাব অনুসারে নামাযের তাকবিরাতে ইনতিকালিয়্যাহ পড়া সুন্নাত' এই হুকুমের কারণে নামাযের মাঝে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়। অন্য ইমামগণ এই হুকুমের ক্ষেত্রে আরো কঠোরতা দেখিয়েছেন, সেটাই সঙ্গত।

২৪.

"اجرت لے کر قرآن پاک پڑھانا فاحشہ عورت کی اجرت کے مانند ہے" ،
"فاحشہ عورت ان سے پہلے جنت میں چلی جاوے گی" ۔

'বিনিময় নিয়ে কুরআন কারিম পড়া নোংরা নারীর বিনিময়ের মতো। নোংরা নারী তার আগে জান্নাতে যাবে।'
[দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া : ১৬]

২৫.

"بغیر دھیان کے اللہ کا ذکر کرنے والا گنہ گار ہے" ۔" اس سے اللہ سے قرب کے بجائے دوری پیدا ہوتی ہے"

'ধ্যান ছাড়া আল্লাহর যিকিরকারী গুনাহগার।' 'এর কারণে আল্লাহর নৈকট্য নয়; বরং দূরত্ব সৃষ্টি হয়।'

২৬.

"صحابہؓ ایمان لانے کے بعد مدینہ سے واپس اپنے علاقہ میں جانے کو ارتداد سمجھتے تھے"۔ "لہٰذا مرکز (نظام الدین) سے علحدہ ہونے کو تم معمولی مت سمجھو"۔

'সাহাবায়ে কেরাম রাদি. ঈমান আনয়নের পর মদিনা থেকে ফিরে নিজের এলাকায় যাওয়াকে ইরতিদাদ-ধর্মত্যাগ মনে করতেন।' 'কাজেই (নিযামুদ্দিন) মারকায থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মামুলি বিষয় মনে কোরো না।'*[উদ্ধৃতি- অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ২৫]*

২৭.

"اصحابِ کہف کے ساتھ جو جانور تھا وہ کتا نہیں، شر تھا شیر"

'আসহাবে কাহাফের সঙ্গী জন্তুটি কুকুর ছিল না; বাঘ ছিল, বাঘ।' কথাটি তিনি রুজুর পরও বলেছিলেন। *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব, উদ্ধৃতি- অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৪৯]*

২৮.

বাংলাওয়ালি মসজিদে সমস্ত ফরয নামাযের পর নিয়মিত হাত উঠিয়ে দুআ করার প্রচলন নেই। এ কারণে প্রায়সময় তাকে দেখা যায়, তিনি মুনাজাত না করেই উঠে চলে যাচ্ছেন।

২৯.

"احتجاج کرکے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں الگ کردو تاکہ ان کا مطالبہ مان جاویں، یہ اندر سے شیطان ہے، مجھے معلوم ہے نا، اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا، مجھے معلوم ہے سب"۔

'প্রতিবাদ করার মাধ্যমে তারা চায় যে, তাদের পৃথক করে দেওয়া হোক যেন তাদের দাবি কার্যকর হয়। এরা ভেতর থেকে শয়তান। এটা আমি ভালো করেই জানি। আল্লাহর সত্তা খুবই অমুখাপেক্ষী। আমি ঢের জানি। আমি কথাগুলো আল্লাহর তরফ থেকে বলছি। আমি স-ব জানি।'

[তার এ দাবি খুবই বিপদজনক। এ কথা থেকে ওহি নাযিল হওয়ার গন্ধ অনুভূত হয়। নাউযুবিল্লাহ।]

৩০.

তিনি দ্বীনের মেহনতের বিভিন্ন তরিকা এবং এ সম্পর্কে কোন পন্থা অবলম্বন করলে উপকার হবে, এ সম্পর্কে মেহনতের পুরনো সাথী, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দ্বীনদার সচেতন হযরতদের অভিমত নেওয়া ও তাদের কাছ থেকে মাশওয়ারা নেওয়ার মাধ্যমে উপকৃত হওয়াকেও শরিয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয, ভুল ও মন্দকাজ মনে করেন। নিজেকে এ ধরনের মাশওয়ারা থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করেন। অথচ এই মাশওয়ারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত এবং দ্বীনের মহান শিক্ষা।

তার বক্তব্য হলো,

> دعوت کی سیرت صحابہ سے براہ راست سمجھنا چاہیے، ماضی یا حال کی شخصیات سے استفادہ اور اُن کا تذکرہ بلند سطح سے نیچے اترنا ہے۔
>
> "দাওয়াতের মেহনতকে সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর সীরাত থেকে বুঝতে হবে। অতীত বা বর্তমানের মনীষীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া ও তাদের আলোচনা করার অর্থ উঁচু স্তর থেকে নিচে অবতরণ করা।" *[বিভ্রান্তিরকর বয়ান- ৯]*

৩১.

মাশওয়ারার আমলটি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন কারিম, হাদিসে রাসূল ﷺ ও সীরাতে রাসূল ﷺ –তিন জায়গাতেই কখনো ওয়াজিব, কখনো মুসতাহাব অভিহিত করে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অথচ তিনি সেই মাশওয়ারাকে খুবই গুরুত্বহীন মনে করেন। নিজেকে মাশওয়ারা থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করেন। কেউ মাশওয়ারা দিলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। অথচ মাশওয়ারা না করলে আল্লাহর আযাবের কথা ইরশাদ হয়েছে।

৩২.

তিনি অলিদের পথ আর নবিদের পথ নামের অস্পষ্ট পরিভাষা তৈরি করে বিভিন্ন বয়ানে আলোচনা করে জনগণকে এ ধোকা দিচ্ছেন যে,

'আউলিয়ায়ে কেরাম– যারা যিকির ও শোগলের দীক্ষা প্রদান করে থাকেন তারা মূলত নবীদের আমলের বিপরীত কাজ করেন; অথচ মহান বযুর্গগণ যেই দরুদ-উযিফার দীক্ষা দিয়ে থাকেন, সেগুলো একান্তই ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির জন্যে। এ কাজও নবীদের নবীওয়ালা দায়িত্বের অংশ। কুরআন কারিমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো,

১. কুরআন তিলাওয়াত

২. আত্মশুদ্ধি

৩. কিতাব ও হিকমাহর শিক্ষা।

অথচ মাওলানা সাদ সাহেব বলছেন,

> "اس راستہ میں وہ سب کچھ ہے جو ایک شیخ اپنے مرید سے کروانا چاہتا ہے"۔
>
> 'একজন বুযুর্গ তার মুরিদকে যা যা করাতে চান, তার সবই এই রাস্তায় আছে।'

অন্যত্র বলেছেন,

> "اعمالِ دعوت اور اعمالِ ولایت میں فرق صرف خروج کے نہ ہونے کا ہے"۔
>
> 'দাওয়াতের আমল ও ওলীওয়ালা আমলের মাঝে পার্থক্য শুধু খুরুজ না হওয়া।' *[কিছু নিবেদন- ২৩। খোলা চিঠি- ৪৫। অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ২০/২৪।]*

আরেক জায়গায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য হলো,

> "یہ جو صالحین اور ادو ظائف بتاتے ہیں فلاں تسبیح اتنے ہزار پڑھ لو ایک لاکھ پڑھ لو کہیں سے ثابت نہیں، مسنون تسبیحات کا اہتمام کرو"۔
>
> 'বুযুর্গরা যেসব অযিফা দিয়ে থাকেন যে, অমুক তাসবিহ এতো হাজার পড়ো, এতো লাখ পড়ো, এগুলো শরিয়তের কোথাও প্রমাণিত নেই। কাজেই শুধু সুন্নাতে বর্ণিত তাসবীহগুলোই গুরুত্ব সহকারে পালন কোরো।'

৩৩.

তার মতে আল্লাহর রাস্তায় খুরুজ-বের হওয়া– এটি অন্যান্য ফরযের ওপরও অগ্রাধিকার পাবে। এজন্যেই তিনি বারবার বলেন,

"নবী পাক صلى الله عليه وسلم نے رمضان میں فرض روزوں کو تڑوایا ہے مگر نقل وحرکت میں کمی نہ آنے دی"۔

'নবী করিম ﷺ রমাযানে ফরয রোযা ভেঙেছেন; কিন্তু দাওয়াতের নকল ও হরকতের ব্যত্যয় ঘটতে দেননি।'

৩৪.

"میرے نزدیک رمضان میں خروج کی وجہ سے تراویح میں قرآن کا سننا چھوٹ جانے سے قرآن ناقص نہیں ہوتا"۔

'রমাযান মাসে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার কারণে যদি তারাবীহর কুরআন শোনার আমলও ছুটে যায় তাহলে আমার মতে এটি কুরআনের ক্ষেত্রে ত্রুটি হবে না।'

'অর্থাৎ এর কারণে কুরআন শোনার সুন্নতের লঙ্ঘন হবে না।

৩৫.

"مشورے کو چھوڑ کر جانا جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے زیادہ سخت ہے"۔ "میرے نزدیک مشورہ چھوڑ کر چلے جانا تولی یوم الزحف (جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا) سے زیادہ سخت ہے"۔

'মাশওয়ারা ছেড়ে চলে যাওয়া জিহাদের ময়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া থেকেও মারাত্মক।' 'আমার মতে, মাশওয়ারা [পরামর্শ] ছেড়ে চলে যাওয়া যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া থেকেও অধিক মারাত্মক অপরাধ।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ মাগরিব, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান– ৩২]*

৩৬.

"مشورہ مثل نماز کے ہے" "مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہے"۔

'মাশওয়ারা নামাযের মত'। 'মাশওয়ারা নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নামায থেকে অধিক ব্যাপক।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ মাগরিব, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান– ৩৩। সম্প্রতি কাতারেও তিনি এ বয়ান করেছেন।]*

মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি তার তাজা বয়ানে বলেছেন,

" مشورہ نماز کی طرح ضروری ہے بلکہ نماز سے اہم ہے، نماز کے لئے جس طرح مسجد آنا ضروری ہے اسی طرح مشورے کے لئے مسجد آنا ضروری ہے"۔

'মাশওয়ারা নামাযের মতো অত্যাবশ্যক; বরং নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে নামাযের জন্যে মসজিদে আসা জরুরি, তদ্রুপ মাশওয়ারার জন্যে মসজিদে আসা জরুরি।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ মাগরিব, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান– ৩৩]*

৩৭.

তিনি বলেছেন,

"اذن دعوت ہے، نماز تشکیل ہے، اور نماز کے بعد اللہ کے راستہ کا خروج یہ ترتیب ہے"

'আযান হলো দাওয়াত। নামায হলো, গঠন। আর নামাযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, এটি হলো, কর্মবিন্যাস।' *[কিছু নিবেদন-২৮]*

(তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াটাই আসল কাজ। আযান ও নামায হলো সেই কাজের প্রস্তুতি মাত্র। একই কথা

মওদুদি সাহেবও বলেছেন যে, নামায-রোযা-যাকাত সব আহকাম একটি আসল কাজের প্রস্তুতি ও অনুশীলনের জন্যে। সেটি হলো, এলাহি সরকার গঠন করা। অর্থাৎ এখানে মাধ্যমকে লক্ষ্য আর লক্ষ্যকে মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে।)

৩৮.

তিনি তার অনেকগুলো নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে বারবার এ কথা বলে থাকেন যে,

"یہ بات توطے ہے" "یہ بات تواللہ کی طرف سے طے ہے"۔

'এটি চূড়ান্ত কথা।' 'এ কথা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত।'

অথচ সেই কথা না কুরআনে আছে, না হাদিস শরিফে আছে। প্রশ্ন হলো, সে কথা যে আল্লাহর চূড়ান্ত বিধান, তা তিনি কীভাবে জানলেন! নাউযুবিল্লাহ, তিনি কি অহির মাধ্যমে জেনে বলছেন? যেমন, তিনি বলেছেন,

"یہ بات توطے ہے کہ مرکز تو قیامت تک یہی (بنگلہ والی مسجد) رہے گا"

'এ কথা আল্লাহর ফয়সালা যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই বাংলাওয়ালি মসজিদই মারকায থাকবে।'

শুধু এটিই নয়; এমন আরো অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে তিনি এমন মন্তব্য করে থাকেন।

৩৯.

" اس مقام کا احترام کرو، ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ ومدینہ کے بعد اگر کوئی جگہ قابلِ احترام، اور قابلِ اقتداء اور قابل اطاعت اور قابلِ عظمت ہے تو وہ مسجد بنگلہ والی نظام الدین ہے"

'এই স্থানটির সম্মান কোরো। সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা হলো এমন যে, মক্কা-মদিনার পরে যদি এমন কোনো সম্মানিত জায়গা থাকে, যেই জায়গাকে আদর্শ মনে করতে হয়, যে

জায়গার অনুসরণ করতে হয়, যেই জায়গাকে মহান মনে করতে হয়, তাহলে সেটি হলো এই নিযামুদ্দিন বাংলাওয়ালি মসজিদ।'

তার এই বয়ান ইউটিউবে আছে।

৪০.

"سارے مسئلے یہاں لے کر آؤ، حضرت عمرؓ اپنے زمانہ میں کوئی مسئلہ مدینہ سے باہر لے جانے نہیں دیتے تھے، مرکزیت قائم رکھتے؛ لوگ اکتا گئے تھے"۔ "حضرت عثمانؓ نے یہ پابندی ختم کردی"، "اور مدینہ سے مرکزیت ختم کردی، یہی وجہ تھی مدینہ سے خلافت ختم ہونے کی"۔

'যে কোনো জটিলতা এখানে নিয়ে আসো। হযরত উমর রাদি. তাঁর যুগে কোনো মাসআলা মদিনার বাইরে নিয়ে যেতে দিতেন না। মদিনার মারকাযি ভূমিকা বহাল রাখতেন। জনগণ বিরক্ত হয়ে পড়েছিল।' 'হযরত উসমান রাদি. এই বিধি-নিষেধ তুলে দেন।' 'মদিনার মারকাযি ভূমিকা বিনষ্ট করে ফেলেন। মদিনা থেকে খিলাফত ধ্বংস হওয়ার এটাই কারণ।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ মাগরিব, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ২৯]*

৪১.

صالحین صوفی تھے دین کے مددگار نہیں تھے، ان کی محنت پر کرامت تو ظاہر ہو سکتی ہے نصرت ظاہر نہیں ہو سکتی، صالحین کرامت والے ہیں محنت والے نہیں"۔

'বুযুর্গগণ সুফি ছিলেন বটে; কিন্তু দ্বীনের সহায়তাকারী ছিলেন না। তাদের মেহনতের কারণে কারামত প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু নুসরত আসবে না। বুযুর্গগণ কারামতওয়ালা ছিলেন; মেহনতওয়ালা ছিলেন না।' *[অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান-৮]*

তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, বুযুর্গদের রাস্তায় চলা ও তাদের পথ অনুসরণ করা ভুল ও গুমরাহি। অথচ কুরআন কারিমে যেই চার রাস্তাকে 'সিরাতে মুসতাকিম' বলা হয়েছে, বুযুর্গদের রাস্তাও সেই চার তরিকার একটি।

৪২.

"مومن جیسے نماز کا اہتمام کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ مشورے میں حاضر ہونے کا اہتمام کرے، اس لئے کہ نماز کا تعلق اس کی ذات سے ہے اگر مسجد کی جماعت میں نہ آکر گھر ہی پڑھ لے گا تو اگرچہ اسکا ثواب کم ہو جائیگا مگر فریضہ ادا ہو جائیگا، لیکن اگر مشورے میں حاضر نہ ہوگا تو اسکا مشورے میں نہ آنا دین کی محنت کو متاثر کردے گا، مشورہ اگر علاقائی ہے تو علاقہ کو متاثر کریگا، ملکی ہے تو ملک کو متاثر کریگا، عالمی ہے تو عالم کو متاثر کرے گا"۔

'মুমিন যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে নামায আদায় করে, গুরুত্বের সঙ্গে মাশওয়ারায় উপস্থিত থাকা এর চেয়েও অধিক জরুরি। কারণ, নামাযের সম্পর্ক ব্যক্তির নিজের সঙ্গে। যদি সে মসজিদের জামাতে না আসে, ঘরেই আদায় করে তাহলে যদিও তার সাওয়াব কম হবে; কিন্তু ফরয দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। এর বিপরীতে সে যদি মাশওয়ারায় হাজির না হয় তাহলে তার মাশওয়ারায় না আসাটা দ্বীনের মেহনতকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। মহল্লার মাশওয়ারা হলে মহল্লা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। দেশের মাশওয়ারা হলে দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বৈশ্বিক বিষয়ের মাশওয়ারা হলে বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্থ হবে।'

৪৩.

"اس کام میں مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہے"

'এই মেহনতের মাঝে মাশওয়ারা নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নামায থেকে অধিক জনঘনিষ্ঠ।' *[অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান-৯]*

৪৪.

"سب سے بڑا اجتماعی عمل مشورہ ہے، قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، حج، زکوۃ، اور روزہ کو نماز کے ساتھ نہیں ذکر کیا ہے"۔

'সবচেয়ে বড় ইজতিমায়ি আমল হলো মাশওয়ারা। কুরআন কারিম মাশওয়ারাকে নামাযের পাশাপাশি উল্লেখ করেছে। হজ, যাকাত ও রোযাকে নামাযের পাশাপাশি উল্লেখ করেনি।' *[সম্প্রতি কাতারে প্রদত্ত বয়ান]*

৪৫.

"جیسے ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لئے اسکی ادائیگی کی جگہ مسجد آنا ضروری ہے اسی طرح مشورہ کے لئے آنا ضروری ہے، جس طرح الگ نماز نہیں، الگ مشورہ نہیں، جیسے ایک مسجد میں دو نماز نہیں ایک ہی نماز میں شرکت کرنا ہے ایسے ہی مشورہ، اپنے مشورہ کو سنت پر سیرت پر لاؤ"

'যেভাবে সবকিছু ছেড়ে নামাযের জন্যে নামায আদায়ের স্থান মসজিদে আসা জরুরি, তদ্রূপ মাশওয়ার জন্যে আসাও জরুরি। যেভাবে পৃথক নামায নেই, তদ্রূপ পৃথক মাশওয়ারা নেই। যেভাবে এক মসজিদে দু' নামায নেই, এক নামাযেই অংশগ্রহণ করতে হয়, তদ্রূপ মাশওয়ারাও একটাই। নিজেদের মাশওয়ারাকে সুন্নাতের ওপর, সীরাতের ওপর উঠিয়ে আনো।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭]*

৪৬.

"سیرت میں مشورہ صرف انتظامی امور میں مشورہ کا اہتمام ہونا چاہئے، یہ نہیں کہ اعمال دعوت میں مشورہ ہو، یہ تو منصوص ہے"

‘সীরাতে মাশওয়ারা শুধু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে পাওয়া যায়। কাজেই মাশওয়ারার ওপর গুরুত্ব দেওয়া চাই। দাওয়াতের আমলে মাশওয়ারার দরকার নেই। কেননা এটি তো মানসুস তথা অহির সুস্পষ্ট বর্ণনায় বিদ্যমান। *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭]*

৪৭.

"خروج و نفر کے بغیر تو دعوت کا دورِ صحابہ میں تصور نہیں تھا، اِس زمانے میں مسلمان خروج و نفر کے بغیر دعوت کا تصور کرنے لگا ہے، بلکہ خروج کے بغیر بھی دعوت کو دعوت سمجھنے لگا ہے، صحابہ سو فیصد نقل و حرکت پر مجتمع تھے، کوئی ایک صحابی بھی خروج سے مستثنی نہیں ملے گا۔ یہ پکی بات ہے"

‘রাস্তায় বের না হয়ে দাওয়াত দেওয়া— এটা তো সাহাবায়ে কেরামের যুগে অকল্পনীয় ছিল। অথচ এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আল্লাহর রাস্তায় বের না হয়েও দাওয়াত দেওয়া যায়। এমনকি তারা বের না হয়ে দাওয়াত দেওয়াকেও দাওয়াত মনে করছে। এদের বিপরীতে সাহাবায়ে কেরাম নকল-হরকত তথা রাস্তায় বেরুনোর ওপর শতভাগ বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমন একজন সাহাবিও নেই, যিনি বের হননি। খুরুজ করেননি। এটাই চূড়ান্ত সত্য। *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ঈশা, হায়াতুস সাহাবার তালিম, উদ্ধৃতি- অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৩৬]*

৪৮.

"اللہ تعالی کی غیبی نصرتیں اس راستہ کی نقل و حرکت پر موقوف ہیں (تین بار فرمایا).. جب تک مسلمان خود جا کر دعوت نہیں دیتا اس وقت تک اللہ تعالی کا یہ امر پورا نہیں ہوتا" (سنبھل کے اجتماع میں کہی ہے)

‘আল্লাহ তাআলার গায়বি সাহায্য এ রাস্তার নকল ও হরকতের ওপর নির্ভরশীল। (কথাটি তিনি তিনবার

বলেছেন)।... যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান নিজে গিয়ে দাওয়াত না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ পূরণ হবে না। *[সাম্ভাল ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ান। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৩৯]*

৪৯.

"دین کی اشاعت کے لئے مسلمان کا بذاتِ خود عمل کو لے کر پھر نا بس یہی دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے کسی بھی ذریعہ کو اس کا متبادل سمجھنا بہت بڑی نا سمجھی۔ اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے دعوت دینا یہ عین سنت ہے؛ یہ کام سنت کے مشابہ نہیں؛ یہ اقرب إلی السنہ نہیں، بلکہ عین سنت ہے"

‘দ্বীনের প্রচারের জন্যে মুসলিমরা নিজেই এই মেহনত নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, এটাই দ্বীনের প্রচারের মাধ্যম। অন্য কোনো মাধ্যমকে এর বিকল্প মনে করা অনেক বড় নির্বুদ্ধিতা। আল্লাহর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দাওয়াত দেওয়া, এটাই মূল সুন্নত। এই মেহনত সুন্নতের সঙ্গে সাদৃশ্য নয়, বা সুন্নতের নিকটবর্তী নয়; বরং এটাই মূল সুন্নত।’ *[সাম্ভাল ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ান। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৩৯]*

৫০.

"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ ...الخ۔ اگر غور کیا جائے تو ان مومنین سے بظاہر وہ علماء یا وہ حضرات مراد ہیں جن پر کسی شعبہ کی ذمہ داری ہے، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو جو نفر میں مامور ہیں وہ حضرات ہیں جو کسی دینی شعبہ کے ذمہ دار ہیں، یہ تو کہیں نہیں ملتا کہ سب نہ نکلیں، حضرات ابی بن کعبؓ سید القراء کہلاتے ہیں ایک سال کا خروج چھوٹا جس پر وہ حد درجہ پشیمان

رہتے تھے، اس کی وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ جماعت کا امیر، ذمہ دار ایک نئے کم عمر کو متعین کر دیا گیا جس کے بارے میں انکو خیال یہ ہوا کہ اس کی امارت میں مجھے کام نہیں کرنا، اس پر ہمیشہ حسرت وملامت کی کہ مجھے اس سے کیا مطلب کہ امیر چھوٹا ہے یا بڑا، نیا ہے یا پرانا؟"

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ Ò مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই মুমিনদের মাঝে বাহ্যিকভাবে ওই সকল আলেম বা ওই সকল হযরত উদ্দেশ্য, যাদের ওপর উম্মতের অন্য কোনো শাখার যিম্মাদারি রয়েছে। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা নিবেদন করছি। যদি এই আয়াত গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয় তাহলে বুঝে আসবে যে, এই আয়াতের মাঝে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার নির্দেশ ওই সকল হযরতকে দেওয়া হয়েছে, যাদের ওপর উম্মতের কোনো দ্বীনি দায়িত্ব রয়েছে। 'এই রাস্তায় সবাই বের হবে না' এমন কথা তো কোথাও নেই। উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ছিলেন শ্রেষ্ঠতম কারী। তার এক সাল ছুটে গিয়েছিল। এই এক বছর বের না হওয়ার অনুতাপে তিনি সবসময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকতেন। তার ওই বছর বের না হওয়ার কারণ হলো, জামাতের আমির নির্বাচিত করা হয়েছিল একজন কমবয়স্ক লোককে। তিনি তখন মনে করেছিলেন, এই আমিরের নেতৃত্বে আমাকে মেহনত করতে হবে না। এই ভাবনার ফলে তিনি শুধু এক বছর খুরুজ করেননি। উবাই রাদি. বলেন, পরবর্তীকালে আমি সবসময় নিজেকে গাল-মন্দ করেছি, অনুশোচনা বোধ করেছি যে, যিম্মাদার ছোট না বড়, নতুন না পুরাতন— তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক! " *[সাম্ভাল ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ান। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৪০]*

৫১.

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন,

"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة"

'আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত থেকে যা তিলাওয়াত করা হয় তা তোমরা (মহিলারা) তোমাদের নিজ নিজ করে যিকির করো।'

তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন,

عورتیں گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت، اور آیتوں کا مذاکرہ کیا کریں"

'মহিলারা ঘরের ভেতর সম্মিলিতভাবে কুরআনের তিলাওয়াত ও আয়াতের মুযাকারাহ করবে।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাওয়ালি মসজিদে বলেছেন। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৪৬]*

তিনি এ আয়াতের তাফসির করেছেন, মহিলারা সবাই সম্মিলিতভাবে তিলাওয়াত করবে ও কুরআনের আসর বানিয়ে মুযাকারাহ করবে।

৫২.

"اب تو جیبوں میں موبائیل بجتے رہتے ہیں نماز ہوتی رہتی ہے۔ اس کو چاہئے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لئے نماز توڑ دے اور موبائیل بند کردے، یہ نہیں کہ نماز میں ہوں کیسے بند کروں؟"

'এখন তো পকেটে পকেটে মোবাইল বাজতে থাকে। আবার নামাযও চলতে থাকে। তার করণীয় ছিল, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে নামায ভেঙে মোবাইল বন্ধ করে দেব। এ কথা ভাববে না যে, আমি নামাযে থাকাবস্থায় কীভাবে বন্ধ করব?' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব, উদ্ধৃতি- অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৪৭]*

এই মাসআলাটি বয়ান করার ক্ষেত্রেও মাওলানা নিজের ইজতিহাদ চালিয়ে দিয়েছেন এবং ফুকাহায়ে কেরামের যাবতীয় ভাষ্য উপেক্ষা করেছেন। [বয়ানটি তিনি করেছেন ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে। অর্থাৎ রুজুর পর]

৫৩.

" یہ عالمی مرکز کا عالمی مشورہ ہے، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، کہ عالمی مشورہ الگ ہے اور عالمی مرکز الگ ہے، یہ ممکن ہی نہیں قیامت تک ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عالمی مرکز ہے اور تا قیامت رہے گا"

'এটি আলমি মারকাযের আলমি মাশওয়ারা। আলমি মাশওয়ারা আলাদা, আর আলমি মারকায আলাদা– এভাবে দুটি জিনিসকে আলাদা করার সুযোগ নেই। এমনটি করা কখনই সম্ভব নয়। কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব নয়। কেননা (নিযামুদ্দিন) বর্তমানেও আলমি মারকায হিসেবে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ মাগরিব, উদ্ধৃতি- অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৪৯]*

মুফতি সালমান মানসুরপুরি হাফিযাহুল্লাহ মাসিক 'নিদায়ে শাহি' পত্রিকায় তার এ মন্তব্যটি রদ করেছেন। ভুল সাব্যস্ত করে তিনি লিখেছেন, 'তিনি কথাটির মাঝে সীমালঙ্ঘন করেছেন। কেননা গায়বের ইলম একমাত্র আল্লাহই জানেন।'

৫৪.

মাওলানা সাদ সাহেবের মতে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের ক্ষেত্রে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মাঝে কাজ করা (তবকাওয়ারি মেহনত) এবং তাদের একত্র করে দ্বীনি কথা আলোচনা করা সুন্নত পরিপন্থী। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. এর ঘটনা দিয়ে দলিল করেছেন। যেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আবাসার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সতর্ক করা হয়েছিল এ মর্মে যে, কেন তিনি মুশরিকদের সর্দারদের জন্যে পৃথকভাবে সময় দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন।

৫৫.

মাওলানা তার এক বয়ানে বলেছেন,

"اللہ کے وعدے یقین والوں کے ساتھ ہیں" "یقین پہلی شرط ہے، بغیر یقین کے اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے، (بحوالہ کلمہ کی دعوت ص: ۲)

'ইয়াকিনওয়ালাদের সঙ্গে আল্লাহর অঙ্গীকার রয়েছে।' 'ইয়াকিন (প্রবল বিশ্বাস) হলো প্রথম শর্ত। ইয়াকিন ছাড়া আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ হয় না *[কালিমা কি দাওয়াত : ২]*

উলামায়ে কেরাম তার এ বক্তব্যের ওপর আপত্তি তুলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার এমন অজস্র অঙ্গীকার রয়েছে, যা স্রেফ ঈমানের অস্তিত্ব পাওয়ার ওপর পূরণ হয়েছে। কথাটি কুরআন ও হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। ইয়াকিন হলো ঈমানের অজস্র কায়ফিয়াত (অবস্থা) এর একটি। কাজেই নির্বিচারে সকল অঙ্গীকারকে শুধু এই ইয়াকিনের ওপর নির্ভরশীল করা কীভাবে শুদ্ধ?

৫৬.

মাওলানা তার বিভিন্ন বয়ানে বারংবার أسباب [আসবাব মানে হলো, দুনিয়াবি উপকরণ ও মাধ্যম] এর নাকচ এতো বেশি পরিমাণে করে থাকেন যে, কেমনযেন তিনি পুরো উম্মতকে 'আসবাব' তরক করার দাওয়াত দেন। যেমন তিনি বলেছেন,

"تاجر کے ذہن میں یہ ہے کہ دوکان میں بناؤں گا اس میں کامیابی اللہ دیں گے مجھے تعجب ہوتا ہے جب ہمارا ساتھی یوں کہتا ہے کہ بھائی دنیا دار الاسباب ہے اس لئے دکان ضروری ہے تجارت ضروری ہے اس کو کر کے اللہ تعالی سے کہو کہ وہ اس سبب میں کامیابی ڈال دے، ہر گز یہ بات نہیں بلکہ میرے دوستو! اللہ کے کامیابی دینے کے ضابطے اسباب نہیں بلکہ اسکے احکامات میں۔"

'ব্যবসায়ীর মস্তিষ্কের ভেতর এ কথা রয়েছে যে, আমি দোকান বানাব। সেই দোকানে আল্লাহ সফলতা দেবেন।

আমার বিস্ময় লাগে, যখন আমাদের সাথী এ কথা বলে যে, 'ভাই, দুনিয়া দারুল আসবাব। কাজেই দোকান জরুরি। ব্যবসা জরুরি। এগুলো বানিয়ে আল্লাহর কাছে বলো যে, তিনি যেন এই উপকরণের মাঝে সফলতা ঢেলে দেন।' এ কথা কখনই ঠিখ নয়। বরং হে আমার দোস্তগণ, আসবাবের মাঝে আল্লাহর সফলতা প্রদানের নিয়ম নেই। বরং তার সফলতা তার আহকামের মাঝে।'

"اسباب اختیار کرکے اللہ سے کامیابی کی امید کرنا توکل نہیں ہے، یہ تو بے ایمان بھی جانتا ہے"۔

'আসবাব অবলম্বন করে আল্লাহর কাছে সফলতা প্রার্থনা করা তাওয়াক্কুল নয়। এ কথা তো বেঈমানও জানে।'

৫৭.

তিনি বলেছেন,

"کسری کی حکومت کے پارہ پارہ ہو جانے کا سبب نامۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھاڑنا نہیں ہے بلکہ دعوت کو ٹھکرانا ہے"۔

'নবি করিম ﷺ এর চিঠি ছিড়ে ফেলার কারণে কিসরা সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়েছে, এ কথা ভুল। বরং দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে হয়েছে।'

কথাটি তিনি তামিলনাড়ুর জোড়ে বলেছেন। সেখানকার লোক তার এ কথার সাক্ষী।

৫৮.

ভারতীয় পুরনো সাথীদের জোড়ে তিনি বলেছেন,

"پوری تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے زمانہ سے لیکر آج تک جتنی اللہ کی مدديں اور نصرتیں مسلمانوں کے لئے نازل ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے مشورہ ہے"۔

'ইসলামের ইতিহাসে নবী করিম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যতগুলো আল্লাহর মদদ ও নুসরাত মুসলিমদের জন্যে এসেছে, সবগুলোর পেছনে মাশওয়ারার অবদান রয়েছে।' অর্থাৎ মাশওয়ারার কারণে নুসরাত এসেছে।

৫৯.

তিনি বারবার এ কথা বলেন,

"اللہ کے راستہ میں ایک سال کا خروج چھوٹ جانا بھی جرم ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ شعب بن مالکؓ پر جو عتاب نازل ہوا تھا وہ سارا ہنگامہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ اگرچہ ہر مرتبہ اللہ کے راستہ میں نکلتے تھے مگر اس وقت نہیں نکل سکے تھے، ایک مرتبہ کا خروج ان کا چھوٹا تھا اس پر وعید نازل ہوئی"۔

'আল্লাহর রাস্তায় এক সালের খুরুজ ছুটে যাওয়াও অপরাধ। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কেননা কা'ব ইবনে মালিক রাদি.এর ওপর যেই দণ্ড নেমে এসেছিল, সেই যাবতীয় জটিলতার একমাত্র কারণ হলো, তিনি যদিও সবসময় আল্লাহর রাস্তায় বের হতেন; কিন্তু শুধু ওই একবার বের হতে পারেননি। ওই একবারের খুরুজ ছুটে যাওয়ার কারণে তার ওপর দণ্ড নেমে আসে।'

উলামায়ে কেরাম তার এ কথার ওপর আপত্তি তুলেছেন যে, কা'ব ইবনে মালিক রাদি. সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাদি. আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছিলেন ঈমানহীন লোকদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে। সেই ঘটনাটি এমন সময় ঘটে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে نفیر عام –নফিরে আম অর্থাৎ নির্বিশেষে সবাইকে কিতাল-জিহাদে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ এসেছিল। সেই ঘটনাটিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি কীভাবে প্রয়োগ করলেন? কারণ, ওই নির্দেশ শুধুমাত্র ওই সময়কার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বিশেষায়িত ছিল। অন্যথায়

ইতিহাসের আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, অনেক অভিযানে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর অনেকেই, কিছু কিছু অভিযানে খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অংশগ্রহণ করেননি।

৬০.

গতবছর বাংলাদেশের কাকরাইলে সাথীদের মাঝে বয়ান করার সময় তিনি বলেছেন,

"دورِ رسالت اور دورِ خلافت سب سے زیادہ پاکیزہ اور مخلصین اور متقیوں کا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرني، اسکے باوجود کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ملتا کہ سب کے اتفاق سے ہوا ہو، کوئی ایک مسئلہ بھی سیرت میں ایسا نہیں ملتا جو سب کے اتفاق سے طے کیا گیا ہو بلکہ حضور کی وفات سے لیکر ابو بکرؓ کی امامت تک اور اسامہؓ کے لشکر کی روانگی تک ہر مسئلہ میں اختلاف ہوا"۔

'রাসূল ﷺ এর যুগ আর চার খলিফার যুগ– এ দুটি যুগ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, মুখলিস ও মুত্তাকিদের যুগ। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, خير القرون قرني । এতদসত্ত্বেও এমন কোনো মাসআলা পাওয়া যায় না, যার ওপর সেই যুগে সবাই একমত হয়েছেন। সীরাতের মাঝে এমন কোনো মাসআলা পাওয়া যায় না, যার ওপর সবার ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; বরং নবি করিম ﷺ এর ইনতিকাল থেকে শুরু করে আবু বকর রাদি. এর ইমামত পর্যন্ত এমনকি উসামা রাদি. এর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ পর্যন্ত প্রতিটি মাসআলায় পরস্পরে ইখতিলাফ হয়েছে।

তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে ইজমায়ে উম্মাত অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা মু'তাযিলাদের আকিদা। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কখনই এটাকে স্বীকার করে না।

৬১.

মাওলানা সাদ সাহেব দেশের পুরনো সাথীদের জোড়ে বলেছেন,

"فیصل (یعنی امیر) کے آگے شوری کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنی کہ مقتدی کی حیثیت امام کے پیچھے، کہ مقتدی امام کو ضرورت پڑنے پر لقمہ دے گا اگر اس نے لقمہ لے لیا تو ٹھیک ہے ورنہ نماز کو امام کی ضمانت پر چھوڑ دے گا"۔

'ফয়সাল (অর্থাৎ আমির) এর সামনে সামনে শূরার ক্ষমতা শুধু এতটুকুই, যতটুকু মুকতাদির ক্ষমতা ইমামের পেছনে। এভাবে যে, প্রয়োজন পড়লে মুকতাদি ইমামের লুকমা দেবে। যদি ইমাম লুকমা গ্রহণ করে তাহলে ঠিক আছে। লুকমা গ্রহণ না করলে নামায ইমামের দায়িত্বে ছেড়ে দিতে হয়।'

তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, ইমাম যদি লুকমা না নেয় এবং নামায ফাসেদকারী কিরাত পড়তে থাকে তাহলে তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে এবং নামায দোহরানো লাগবে না? মুকতাদিকে বলা হবে, ভাই, ইমামই এই নামাযের যিম্মাদার ও জামানতদার।

৬২.

তার নতুন একটি বয়ান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে যে,

"مسجد، مدرسہ، یا دین کے کسی کام میں مال لگانا دین کی نصرت نہیں ہے۔"

'মসজিদ, মাদরাসা বা দ্বীনের কোনো কাজে অর্থ দিলে এর মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য হয় না।'

(বাতিলপন্থীরা দীর্ঘদিন যাবত এ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, মুসলিমরা যেন এ ধরনের জনকল্যাণমূলক খাতে অর্থ ব্যয় না করে। আর তার পরিণতিতে দ্বীনের এই শাখাগুলো স্বয়ংক্রীয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।)

দীর্ঘাঙ্গিকতা এড়াতে মাওলানার বারবার উচ্চারণ করা শব্দগুলো একবার করে তুলে ধরা হলো। তিনি বলেছেন,

بہت اہم بات کہہ رہا ہوں غور سے سنو، خدا نے شرط لگادی اگر تم دعوت الی اللہ پر رہو گے تو اللہ غیروں کے مقابلہ میں تمہاری مدد کریں گے اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ غیروں کے مقابہ میں تمہاری مدد نہیں کریں گے ۔ پکی بت ہے! صرف عبادات پر مدد نہ ہو گی۔ اس لئے کہ عبادات دین کی نصرت نہیں ہیں۔ آگے سنو! مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیواؤں پر یتیموں پر مسکینوں پر مساجد کی تعمیر پر خیر کے کاموں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ جتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہے۔ مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ یہ عالمی غلط فہمی ہے۔ اسلام پر خرچ کرنا اور مسلمان پر خرچ کرنا ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ۔ اسلام پر مال کا خرچ کرنے کا تو سیرت میں کہیں کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ صحابہ نے جتنا مال خرچ کیا وہ سارا مال مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا۔ سواری بھی دی، ہتھیار بھی دئے، کھانا بھی دیا، سنو غور سے بات یہ ساری مدد جتنی صحابہ نے کی وہ ساری مدد مسلمانوں کی کی، اسلام کی مدد کیا ہے؟ نصرت کیا ہے؟ اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت دونوں میں فرق ہے! اسلام کی نصرت تو دعوت دینا ہے، بس میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت۔ یہ ہے اسلام کی نصرت! کہ آپ دعوت دے کر شخص کو اسلام کی طرف لائیں، ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا مسلمان کی نصرت ہے ۔

‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি। মনোযোগ সহকারে শোনো। আল্লাহ তাআলা শর্ত করেছেন, ‘যদি তোমরা আল্লাহর দিকে দাওয়াতের আমল পালন করো তাহলে আল্লাহ অন্যদের বিপরীতে তোমাদের নুসরত করবেন। আর যদি তোমরা দাওয়াতের আমলের ওপর না থাকো তাহলে আল্লাহ অন্যদের মুকাবিলায় তোমাদের নুসরত করবেন না। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। শুধু ইবাদত করলে নুসরত আসবে না। কারণ হলো, ইবাদতের মাধ্যমে দ্বীনের নুসরত হয় না।

আরো শোনো, মুসলিমদের জন্যে সম্পদ ব্যয় করাটাও ইসলামের নুসরত নয়। মানুষ সম্পদ ব্যয় করে বিধবাদের জন্যে, এতিমদের জন্যে, হতদরিদ্রদের জন্যে, মসজিদ নির্মাণের জন্যে, জনকল্যাণমূলক খাতে। তারা মনে করে, আমরা ইসলামের সহায়তা করছি। আমার কথাটি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। যতো মালদার আছে, তারা জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পদ ব্যয় করাকে দ্বীনের নুসরত মনে করে। পুরো পৃথিবীর সবাই এই ভুল ধারণার শিকার হয়ে আছে। মুসলমান জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পদ ব্যয় করাকে ইসলামের নুসরত মনে করে। এটি আন্তর্জাতিক ভুল ধারণা। ইসলামের জন্যে খরচ করা আর মুসলিমদের জন্যে খরচ করা— এ দুয়ের মাঝে বিশাল বড় পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের জন্যে মাল খরচ করার কথা সীরাতের কোথাও উল্লেখ নেই। বরং সাহাবায়ে কেরাম রাদি. যত সম্পদ ব্যয় করেছেন তারা তাদের সমস্ত সম্পদ মুসলিমদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করেছেন। বাহনও দিয়েছেন, হাতিয়ারও দিয়েছেন, খাবারও দিয়েছেন।

কথাটি মনোযোগ সহকারে শোনো। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এভাবে যত নুসরত করেছেন, তাদের সমুদয় নুসরত ছিল মুসলিমদের জন্যে। ইসলামের মদদ কী? নুসরত কী? ইসলামের নুসরত আর মুসলিমদের নুসরত– এতোদুভয়ের

মাঝে ফারাক আছে। ইসলামের নুসরত হলো দাওয়াত দেওয়া। কথাটি আমি সহজ করে বলছি, খাবারের দাওয়াত হলো মুসলিমদের নুসরত। আর দ্বীনের দাওয়াত হলো ইসলামের নুসরত। ইসলামের নুসরত হলো, আপনি দাওয়াত দিয়ে ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবেন। এর বিপরীতে কোনো মুসলিমের কোনো প্রয়োজন পূরণ করা, এটা হলো মুসলিমদের নুসরত।' *[১৭ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ ফজর, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান– ৩০]*

রুজু করার পর সম্প্রতি প্রদত্ত কিছু বিভ্রান্তিমূলক বয়ান

১.

"موسی علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت کو چھوڑ کر حق تعالی کی مناجات کے لئے خلوت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے ۵ لاکھ ۸۸ ہزار افراد گمراہ ہوگئے، اصل تو موسی علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تو معاون وشریک تھے، اصل کو رہنا چاہئے تھا"۔

'মুসা আলাইহিস সালাম নিজের কওমের মাঝে দাওয়াতের কাজ ছেড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে নির্জনবাসে চলে গিয়েছিলেন। যার ফলে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়ে যায় (মুরতাদ হয়ে যায়)। ওই সময় প্রধান ছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম। তিনিই মূল যিম্মাদার ছিলেন। হারুন আলাইহিস সালাম তো স্রেফ সহকারী ও সহযোগী ছিলেন। মূল যিম্মাদারের অবস্থান করা দরকার ছিল।'

(মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তার এই মন্তব্যের ওপর তিনি সম্প্রতি বাংলাদেশের কাকরাইল মসজিদে রুজুর কথা স্রেফ পুনর্ব্যক্ত করেছেন। অথচ তার দায়িত্ব ছিল, তিনি সর্বোচ্চ প্রকাশ্যে নিজের ভুল স্বীকার করবেন এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে তাগাদা দিয়ে রুজুর কথা প্রকাশ করবেন।)

২.

"میرے نزدیک مشورہ چھوڑ کر چلے جانا تولی یوم الزحف (جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا) سے زیادہ سخت ہے"۔

'আমার মতে, মাশওয়ারা [পরামর্শ] ছেড়ে চলে যাওয়া تولى يوم الزحف অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া থেকেও অধিক মারাত্মক অপরাধ।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ মাগরিব, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৩২]*

৩.

"مشورہ مثل نماز کے ہے" "مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہے"۔ " مشورہ نماز کی طرح ضروری ہے بلکہ نماز سے اہم ہے، نماز کے لئے جس طرح مسجد آنا ضروری ہے اسی طرح مشورے کے لئے مسجد آنا ضروری ہے"۔

'মাশওয়ারা নামাযের মতো অত্যাবশ্যক; বরং নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নামায থেকে অধিক জনঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক।" "মাশওয়ারা নামাযের মতো জরুরি; বরং নামায থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে নামাযের জন্যে মসজিদে আসা জরুরি, তদ্রুপ মাশওয়ারার জন্যে মসজিদে আসা জরুরি।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ মাগরিব, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ৩৩]*

৪.

১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মাগরিবের নামাযের পর তিনি বলেছেন,

"حضرت عمرؓ فرماتے کوئی مسئلہ آئے مدینہ لاؤ، مرکزیت باقی رکھنے کے لئے، لوگ اکتائے ہوئے تھے، حضرت عثمانؓ نے پابندی ختم کردی، یہ تھی وجہ مدینہ سے خلافت ختم ہونے کی"۔

হযরত উমর রাদি. বলতেন, 'যে কোনো জটিলতা এখানে নিয়ে আসো। হযরত উমর রাদি. তাঁর যুগে কোনো মাসআলা মদিনার বাইরে নিয়ে যেতে দিতেন না। মদিনার মারকাযি ভূমিকা বহাল রাখতেন। জনগণ বিরক্ত হয়ে

পড়েছিল।' 'হযরত উসমান রাদি. এই বিধি-নিষেধ তুলে দেন।' 'মদিনার মারকাযি ভূমিকা বিনষ্ট করে ফেলেন। মদিনা থেকে খিলাফত ধ্বংস হওয়ার এটাই কারণ।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাদ মাগরিব, বাংলাওয়ালি মসজিদ। উদ্ধৃতি, অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান- ২৯]*

৫.

"صالحین صوفی تھے دین کے مددگار نہیں تھے، ان کی محنت پر کرامت تو ظہر ہو سکتی ہے نصرت ظاہر نہیں ہو سکتی، صالحین کرامت والے ہیں محنت والے نہیں"۔

'বুযুর্গগণ সুফি ছিলেন বটে; কিন্তু দ্বীনের সহায়তাকারী ছিলেন না। তাদের মেহনতের কারণে কারামত প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু নুসরত আসবে না। বুযুর্গগণ কারামতওয়ালা ছিলেন; মেহনতওয়ালা ছিলেন না।' *[অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান-৮]*

৬.

এ বছর রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি মুতাবেক জানুয়ারি ২০১৮ এর বাংলাদেশের টঙ্গি ইজতিমার অল্প কয়েক দিন আগে কাতারে তিনি আরবিতে বয়ান করেছিলেন। যার অনুবাদ হলো,

"مومن جیسے نماز کا اہتمام کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ مشورے میں حاضر ہونے کا اہتمام کرے، اس لئے کہ نماز کا تعلق اس کی ذات سے ہے اگر مسجد کی جماعت میں نہ آکر گھر ہی پڑھ لے گا تو اگر چہ اسکا ثواب کم ہو جائیگا مگر فریضہ ادا ہو جائیگا، لیکن اگر مشورے میں حاضر نہ ہوگا تو اسکا مشورے میں نہ آنا دین کی محنت کو متاثر کردے گا، مشورہ اگر علاقائی ہے تو علاقہ کو متاثر کریگا، ملکی ہے تو ملک کو متاثر کریگا، عالمی ہے تو عالم کو متاثر کرے گا"۔

‘মুমিন ব্যক্তি যেভাবে পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে নামায আদায় করে, এরচেয়েও অধিক জরুরি হলো, সে পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে মাশওয়ারায় হাজির হবে। কারণ হলো, নামাযের সম্পর্ক স্রেফ তার নিজের সত্ত্বার সঙ্গে। যদি সে মসজিদে না এসে ঘরে বসে নামায আদায় করে নেয় তাহলে যদিও তার সাওয়াব কম হবে; কিন্তু ফরযিয়ত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে মাশওয়ারায় না আসে তাহলে তার মাশওয়ারায় না আসার কারণে দ্বীনের মেহনতের ক্ষতি হবে। যদি স্থানীয় মাশওয়ারা হয় তাহলে স্থানীয় এলাকার মেহনত ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি দেশীয় মেহনতের মাশওয়ারা হয় তাহলে দেশের মেহনত ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি আলমি মাশওয়ারা হয় তাহলে পুরো আলমের মেহনত ক্ষতিগ্রস্থ হবে।’

৭.

"اس کام میں مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہے"

‘এই মেহনতের মাঝে মাশওয়ারা নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নামায থেকে অধিক জনঘনিষ্ঠ।’ *[সম্প্রতি কাতারে প্রদত্ত বয়ান]*

৮.

"سب سے بڑا اجتماعی عمل مشورہ ہے، قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، حج، زکوۃ اور روزہ کو نماز کے ساتھ نہیں ذکر کیا ہے"

‘সবচেয়ে বড় ইজতিমায়ি আমল হলো মাশওয়ারা। কুরআন কারিম মাশওয়ারাকে নামাযের পাশাপাশি উল্লেখ করেছে। হজ, যাকাত ও রোযাকে নামাযের পাশাপাশি উল্লেখ করেনি।’ *[সম্প্রতি কাতারে প্রদত্ত বয়ান]*

৯.

"جیسے ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لئے اسکی ادائیگی کی جگہ مسجد آنا ضروری ہے اسی طرح مشورہ کے لئے آنا ضروری ہے، جس طرح الگ مشورہ

نہیں، جیسے ایک مسجد میں دو نماز نہیں ایک ہی نماز میں شرکت کرنا ہے ایسے ہی مشورہ، اپنے مشورہ کو سنت پر سیرت پر لاؤ"

‘যেভাবে সবকিছু ছেড়ে নামাযের জন্যে নামায আদায়ের স্থান মসজিদে আসা জরুরি, তদ্রূপ মাশওয়ার জন্যে আসাও জরুরি। যেভাবে পৃথক নামায নেই, তদ্রূপ পৃথক মাশওয়ারা নেই। যেভাবে এক মসজিদে দু’ নামায নেই, এক নামাযেই অংশগ্রহণ করতে হয়, তদ্রূপ মাশওয়ারাও একটাই। নিজেদের মাশওয়ারাকে সুন্নাতের ওপর, সীরাতের ওপর উঠিয়ে আনো।’ *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাংলাওয়ালি মসজিদ]*

১০.

"سیرت میں مشورہ صرف انتظامی امور کے لئے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے، انتظامی امور میں مشورہ کا اہتمام ہونا چاہئے، یہ نہیں کہ اعمال دعوت میں مشورہ ہو، یہ تو منصوص ہے"

‘সীরাতে মাশওয়ারা শুধু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে পাওয়া যায়। কাজেই মাশওয়ারার ওপর গুরুত্ব দেওয়া চাই। দাওয়াতের আমলে মাশওয়ারার দরকার নেই। কেননা এটি তো মানসুস তথা অহির সুস্পষ্ট বর্ণনায় বিদ্যমান। *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বাংলাওয়ালি মসজিদ]*

১১.

"خروج و نفر کے بغیر تو دعوت کا دورِ صحابہ میں تصور نہیں تھا، اس زمانے میں مسلمان خروج و نفر کے بغیر دعوت کا تصور کرنے لگا ہے، بلکہ خروج کے بغیر بھی دعوت کو دعوت سمجھنے لگا ہے، صحابہ سو فیصد نقل و حرکت پر مجتمع تھے، کوئی ایک صحابی بھی خروج سے مستثنی نہیں ملے گا... یہ پکی بات ہے"

‘রাস্তায় বের না হয়ে দাওয়াত দেওয়া— এটা তো সাহাবায়ে কেরামের যুগে অকল্পনীয় ছিল। অথচ এখন আমরা ধরে

নিচ্ছি যে, আল্লাহর রাস্তায় বের না হয়েও দাওয়াত দেওয়া যায়। এমনকি তারা বের না হয়ে দাওয়াত দেওয়াকেও দাওয়াত মনে করছে। এদের বিপরীতে সাহাবায়ে কেরাম নকল-হরকত তথা রাস্তায় বেরুনোর ওপর শতভাগ বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমন একজন সাহাবিও নেই, যিনি বের হননি। খুরুজ করেননি। এটাই চূড়ান্ত সত্য। *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। হায়াতুস সাহাবার তালিমে বলেছেন।]*

১২.

"اللہ تعالی کی غیبی نصرتیں اس راستہ کی نقل وحرکت پر موقوف ہیں (تین بار فرمایا) .. حب تك مسلمان خود جا کر دعوت نہیں دیتا اس وقت تك اللہ تعالی کا یہ امر پورا نہیں ہوتا"

'আল্লাহ তাআলার গায়বি সাহায্য এ রাস্তার নকল ও হরকতের ওপর নির্ভরশীল। (কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন)।... যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান নিজে গিয়ে দাওয়াত না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ পূরণ হবে না। *[রুজুর পর সাম্ভালের ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানে বলেছেন।]*

১৩.

"دین کی اشاعت کے لئے مسلمان کا بذاتِ خود عمل کو لے کر پھر نا بس یہی دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے کسی بھی ذریعہ کو اس کا متبادل سمجھنا بہت بڑی نا سمجھی۔ اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے دعوت دینا یہ عین سنت ہے؛ یہ کام سنت کے مشابہ نہیں؛ یہ اقرب إلی السنہ نہیں، بلکہ عین سنت ہے"

'দ্বীনের প্রচারের জন্যে মুসলিমরা নিজেই এই মেহনত নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, এটাই দ্বীনের প্রচারের মাধ্যম। অন্য কোনো মাধ্যমকে এর বিকল্প মনে করা অনেক বড় নির্বুদ্ধিতা। আল্লাহর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দাওয়াত দেওয়া, এটাই মূল সুন্নত। এই মেহনত সুন্নতের সঙ্গে সাদৃশ্য নয়, বা সুন্নতের

নিকটবর্তী নয়; বরং এটাই মূল সুন্নত।' *[রুজুর পর সাম্ভালের ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানে বলেছেন।]*

১৪.

"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ...الخ۔ اگر غور کیا جائے تو ان مومنین سے بظاہر وہ علماء یا وہ حضرات مراد ہیں جن پر کسی شعبہ کی ذمہ داری ہے، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو جو نفر میں مامور ہیں وہ حضرات ہیں جو کسی دینی شعبہ کے ذمہ دار ہیں، یہ تو کہیں نہیں ملتا کہ سب نہ نکلیں، حضرات ابی بن کعبؓ سید القراء کہلاتے ہیں ایک سال کا خروج چھوٹا جس پر وہ حد درجہ پشیمان رہتے تھے، اس کی وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ جماعت کا امیر، ذمہ دار ایک نئے کم عمر کو متعین کر دیا گیا جس کے بارے میں انکو خیال یہ ہوا کہ اس کی امارت میں مجھے کام نہیں کرنا، اس پر ہمیشہ حسرت وملامت کی کہ مجھے اس سے کیا مطلب کہ امیر چھوٹا ہے یا بڑا، نیا ہے یا پرانا؟"

"কুরআন কারিমের আয়াত وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই মুমিনদের মাঝে বাহ্যিকভাবে ওই সকল আলেম বা ওই সকল হযরত উদ্দেশ্য, যাদের ওপর উম্মতের অন্য কোনো শাখার যিম্মাদারি রয়েছে। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা নিবেদন করছি। যদি এই আয়াত গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয় তাহলে বুঝে আসবে যে, এই আয়াতের মাঝে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার নির্দেশ ওই সকল হযরতকে দেওয়া হয়েছে, যাদের ওপর উম্মতের কোনো দ্বীনি দায়িত্ব রয়েছে। 'এই রাস্তায় সবাই বের হবে না' এমন

কথা তো কোথাও নেই। উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ছিলেন শ্রেষ্ঠতম কারী। তার এক সাল ছুটে গিয়েছিল। এই এক বছর বের না হওয়ার অনুতাপে তিনি সবসময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকতেন। তার ওই বছর বের না হওয়ার কারণ হলো, জামাতের আমির নির্বাচিত করা হয়েছিল একজন কমবয়স্ক লোককে। তিনি তখন মনে করেছিলেন, এই আমিরের নেতৃত্বে আমাকে মেহনত করতে হবে না। এই ভাবনার ফলে তিনি শুধু এক বছর খুরুজ করেননি। উবাই রাদি. বলেন, পরবর্তীকালে আমি সবসময় নিজেকে গাল-মন্দ করেছি, অনুশোচনা বোধ করেছি যে, যিম্মাদার ছোট না বড়, নতুন না পুরাতন— তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক!" *[রুজুর পর সাম্ভালের ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানে বলেছেন।]*

১৫.

"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" *عورتیں گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت، اور آیتوں کا مذاکرہ کیا کریں"*

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة"

'আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত থেকে যা তিলাওয়াত করা হয় তা তোমরা (মহিলারা) তোমাদের নিজ নিজ করে যিকির করো।'

তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন,

عورتیں گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت، اور آیتوں کا مذاکرہ کیا کریں"

'মহিলারা ঘরের ভেতর সম্মিলিতভাবে কুরআনের তিলাওয়াত ও আয়াতের মুযাকারাহ করবে।' *[১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাওয়ালি মসজিদে বলেছেন।]*

১৬.

"اب تو جیبوں میں موبائیل بجتے رہتے ہیں نماز ہوتی رہتی ہے۔۔ اس کو چاہئے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لئے نماز توڑ دے اور موبائیل بند کردے، یہ نہیں کہ نماز میں ہوں کیسے بند کروں؟"

'এখন তো পকেটে পকেটে মোবাইল বাজতে থাকে। আবার নামাযও চলতে থাকে। তার করণীয় ছিল, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে নামায ভেঙে মোবাইল বন্ধ করে দেব। এ কথা ভাববে না যে, আমি নামাযে থাকাবস্থায় কীভাবে বন্ধ করব?' *[এ বয়ানটি তিনি রুজুর পর ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বলেছেন।]*

এই মাসআলা বলার সময়ও মাওলানা নিজের ইজতিহাদ কাজে লাগিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরামের বিশদ ভাষ্য সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন।

১৭.

" یہ عالمی مرکز کا عالمی مشورہ ہے، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، کہ عالمی مشورہ الگ ہے اور عالمی مرکز الگ ہے، یہ ممکن ہی نہیں قیامت تک ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عالمی مرکز ہے اور تا قیامت رہے گا"

'এটি আলমি মারকাযের আলমি মাশওয়ারা। আলমি মাশওয়ারা আলাদা, আর আলমি মারকায আলাদা– এভাবে দুটি জিনিসকে আলাদা করার সুযোগ নেই। এমনটি করা কখনই সম্ভব নয়। কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব নয়। কেননা (নিযামুদ্দিন) বর্তমানেও আলমি মারকায হিসেবে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। *[১৯ জুলাই ২০১৭ এর বয়ান]*

মুফতি সালমান মানসুরপুরি হাফিযাহুল্লাহ মাসিক 'নিদায়ে শাহি' পত্রিকায় তার এ মন্তব্যটি রদ করেছেন। ভুল সাব্যস্ত করে তিনি লিখেছেন, 'তিনি কথাটির মাঝে সীমালঙ্ঘন করেছেন। কেননা গায়বের ইলম একমাত্র আল্লাহই জানেন।'

১৮.

جب حیا ختم ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے وہ چھپ کر کرے! نہیں! خدا کی قسم چھپ کر کرنا، چھپ کر غلط کام کرنا بے حیائی ہے ۔ کھل کر غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے۔ لوگوں کی سوچ بہت اُلٹی ہے، بہت الٹی سوچ ہے، دین کی سطح کے گر جانے کی وجہ سے کھل کر گناہ کرنا بے حیائی ہے!۔ (اجتماع اورنگ آباد)

'যখন লজ্জা ধ্বংস হয়ে যায় তখন মানুষ মনে করে, লজ্জা হলো, মানুষ যা করবে, লুকিয়ে করবে। না, আল্লাহর কসম, লুকিয়ে করা, আড়ালে মন্দ কাজ করাই নির্লজ্জতা। প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করা নির্লজ্জতা নয়। মানুষের চিন্তাধারা উল্টে গেছে। সবাই চরম বিকৃত চিন্তাধারা লালন করছে। দ্বীনের ক্ষেত্রে অধঃপতনের কারণে প্রকাশ্যে গুনাহ করাকে নির্লজ্জতা মনে করছে; অথচ আল্লাহর কসম, উন্মুক্ত গুনাহ করা নির্লজ্জতা নয়। লুকিয়ে গুনাহ করাই নির্লজ্জতা। *[আওরঙ্গাবাদ ইজতিমা]*

১৯.

"آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کردئے، کہیں چھوہارے بکھیر دیں فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔۔۔ ساری شادیاں ایسی ہیں۔۔۔ سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی کا انتظام کیا، اللہ کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوشت روٹی کے انتظام کی وجہ سے"

'নবি করিম ﷺ কখনো পনির খাইয়েছেন, কখনো খেজুর

বিতরণ করেছেন, কখনো শুষ্ক খোরমা বিলি করেছেন আর বলেছেন, 'খাও, তোমাদের মায়ের অলিমা।... সবগুলো বিয়ে এভাবেই হয়েছে।... ব্যতিক্রম হলো হযরত যয়নাব রাদি. এর বিয়ে। সেই বিয়েতে নবি করিম ﷺ গোশত-রুটির আয়োজন করেছিলেন। আল্লাহর কুদরত দেখুন, নবি করিম ﷺ এর যেই বিয়ের আয়োজন নবিজি ﷺ এর সাধারণ অভ্যাস থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পন্ন হয় ওই বিয়েতে নবিজি ﷺ কষ্ট পেয়েছেন। এটা চিন্তার কথা। যদি মুহাম্মদ ﷺ এর গোশত-রুটির আয়োজন করার কারণে (কষ্ট হতে পারে) ... *[আওরঙ্গাবাদ ইজতিমা]*

মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের মাঝে আপনি নবি করিম ﷺ এর কিছু সুন্নতের ছিদ্রান্বেষণ ও তার ওপর প্রবল আপত্তি অনুভব করবেন; অথচ নবি করিম ﷺ এর প্রতিটি সুন্নতই পরম সম্মানিত ও উম্মতের জন্যে সুমহান আদর্শ এবং হিদায়াতের বাতিঘর। নবিজি ﷺ এর প্রতিটি সুন্নতের মাঝেই মুক্তি ও শান্তি নিহিত রয়েছে।

উপরের ১৯টি পয়েন্ট থেকে বুঝে আসে যে, মাওলানা সাদ সাহেব রুজুর পরও পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে বয়ানের মাঝে আপত্তিকর কথা বলার অভ্যাস বর্জন করেননি। যার পরিপ্রেক্ষিতে এখন তাকে নিয়ে এই আশা করা ও স্বপ্ন দেখা মুশকিল যে, তিনি আগামীতেও এ ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবেন। কাজেই পাঠকবর্গের কাছে আমাদের অনুরোধ হলো, এ সকল বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা থেকে নিজেকে ও গোটা উম্মতকে বাঁচানোর ফিকির করুন।

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ...
اللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقّاً، وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ
بَاطِلاً، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আসআদ

আশুলিয়া, ঢাকা

01511525070

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।

019 24 07 63 65

ISBN NO: 978-984-93084-

বেফাকু উলামায়িল হিন্দ

দিল্লি	মদিনা মসজিদ, নয়াদিল্লি
ইউপি	* মাদরাসায়ে মাযাহিরুল উলূম, বেকনগঞ্জ, কানপুর, উত্তর প্রদেশ * মসজিদে চাঁদ ডোরা কলোনি, কল্যাণপুরি, নয়ডা, উত্তর প্রদেশ * মসজিদে দারুস সালাম, মহল্লায়ে চৌপাল, মিরাঠ, উত্তর প্রদেশ
কর্নাটক	৪৩ ভেংকাটাপ্পা রোড, টাস্কির টাউন, ব্যাঙ্গালুরু
মেওয়াত, হরিয়ানা	গ্রাম : মন্থ থানা : ফিরোজিপুর ঝিরকা জেলা : মেওয়াত হরিয়ানা- ১২২১০৪
তেলেঙ্গা	৯-৪-৬১/১১১, মেরাজ কলোনি, তোলিচোখি, নিউ হাকিম পেট, হায়দারাবাদ- ৫০০ ০০৮
মহারাষ্ট্র	* সর্ভদাই সাগর, ব্লগ- ৭, ফ্ল্যাট- ৪০৪ পাত্রিপুল কল্যাণের পাশে (দক্ষিণ) ৪২১৩০ * বেকার্স সেন্টার, নেকি বাজিপুরা, আওরঙ্গাবাদ
কাশ্মির	মসজিদ উর রশিদ, বারাহমুল্লা, কাশ্মির- ১৯৩ ১০৩
বিহার	মাদরাসায়ে তাহফিযুল কুরআন, রাজাবাজার, পাটনা, বিহার- ৮০০০১৪
তামিলনাড়ু	১৫ নবাব সি.আ.হাকিম স্ট্রেট, মেলভিশারাম, ভিলোর- ৬৩২ ৫০৯